ভাদ্র১৪৩২
সমাজে সমতা নাই, বানানে কে চায়

ভাদ্র১৪৩২
সেপ্টেম্বর ২০২৫

chhitt.com


পিডিয়েফ প্রসঙ্গ :৩
সৃষ্টি কম্পানী প্রাঃ লিঃ :৬
কোকাকোলোনাইজেশন/
ডিকোকেনাইজেশন/
ডিকলোনাইজেশন :৭
খাবি কি ঝাঁজে মরে যাবি :৯
মুখের কথায় কি মেলে :১২
কলম্বিয়ায় বোতল মহাজনঃ ২০
কোচাবাম্বার লড়াই :২২
ওলট পালট :২৩
প্লাচিমাডা প্রতিরোধ :২৩
বম্বে কোলা ওয়ার :২৫
ঠাণ্ডা মতলব :২৬
ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি :২৭
কোক এন র‍্যাট :২৮
শনিবারের বিকালে :২৯


ঢাকা বাংলাদেশ

# চিঠি

## পিডিয়েফ প্রসঙ্গ

অ.

কৃষিজীবী যাহারা, তাহারা যেহেতু অগাধ পরিশ্রমে নিযুক্ত, সুতরাং ভাতের পরিমাণও তাহাদের আহারে অধিক হইয়া থাকে।

মধ্যাহ্নভোজনের পর যে ঘোর নামিয়া আসে, তাহা মূলত দেহে অন্নপাচনের প্রয়াসে উদ্ভূত। ভাত হজম করিতে গিয়া শরীর শক্তি ব্যয় করে; ফলে ক্লান্তি অনুভূত হয়, নিদ্রা সমাগত হয়। ইহা এক প্রকার ভোজনজনিত বিলাস কওয়া যাইতে পারে।

কেবল কৃষিজীবী নয়, অন্যান্য পেশারও স্বকীয় খাদ্যবিধান আছে।

ট্রাক গাড়োয়ান ভাইরা মিষ্টান্ন, রসগোল্লা, পরোটা প্রভৃতির প্রতি আসক্ত। তাঁহাদের রীতি নিছক ভোজনবিলাস নহে।

রসগোল্লা হইতে যে দ্রুতি শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই তাঁহাদের অর্ধরাত্রি জাগরণে সহায় হয়। অবশ্য ডাক্তারগণ বলিবেন—"চিনি ক্ষতিকর"—কিন্তু ট্রাকচালকের রাত্রিকালীন সঙ্গী হইল না স্ত্রী, না সন্তান, কেবল রসগোল্লা।

অনুরূপভাবে, যাহারা নিশিকর্মে নিযুক্ত, তাহাদের নিকট কফি, চা, চকোলেট প্রভৃতির মাধ্যমে ক্যাফেইন গ্রহণ এক প্রকার প্রয়োজনীয় পদার্থে পরিণত হইয়াছে।

অতএব বিজ্ঞাপনকারিগণ জ্বালানি কথাটিকে মূলমন্ত্র করিয়া তুলিয়াছেন। মাউন্টেন ডিউর বিজ্ঞাপন দেখিলে যেন মনে হয়, মানুষ আর মানুষ নহে—একটি মোটরসাইকেল, যাহাকে চলিবার জন্য পেট্রোল প্রয়োজন।

কোক নামক পানীয়ের ব্র্যান্ডিং আহার্য দ্রব্যের সীমায় সীমাবদ্ধ নহে। ইহা এক প্রকার জীবনযাত্রার পরিচয়, একপ্রকার লাইফ-স্টাইল চয়েজ। ইহার অন্তর্গত একটি বিনোদনমূলক দিকও রহিয়াছে। যাহারা কোক ক্রয় ও পান করিতে সক্ষম, তাহারা সমাজে এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েন। তবে উহা উচ্চশ্রেণী বলিয়া গণ্য নহে; কারণ তাহারও ঊর্ধ্বে আছেন তথাকথিত অভিজাত ভোক্তাগণ—যাহারা ওটমিল্ক পান করেন, ভেগান চর্চা করেন। ভেগানকুলের পসরা হইতে বর্তমান লেখকের কম্বুচা লইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, দূরদেশে।

সামাজিক বিনোদন সকলের জন্য সমান নহে। কেহ গুল জাবর কাটেন, কেহ গুটকা গ্রহণ করেন, আবার অন্য শ্রেণীর লোক কোক পান করেন। থিওডোর এডোর্নো যাহা পুঁজিবাদী কমোডিটির বৈশিষ্ট্যরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই এখানে প্রতিফলিত। অর্থাৎ, কমোডিটি বাজারে বহুবিধ নাম ও আঙ্গিকে প্রকাশ পাইলেও, মূলত তাহা একই বস্তু। এরূপে ভোক্তাকে পৃথক পৃথক করিয়া তাহার পরিচয় নির্ধারণ করা হয়, আর পণ্যের দ্বারা একপ্রকার ব্যক্তিসত্তা আরোপিত হয়।

তদুপরি, প্রতিটি বাসস্ট্যান্ডে সহজেই কোক মিলিয়া থাকে, প্রত্যেক আর্মি স্টপেজে কোক উপস্থিত—ইহা একযোগে বিজ্ঞাপন ও বিপণন। অন্যদিকে, স্টার সিনেপ্লেক্সে শুধুই পেপসি; কারণ যাহারা সিনেমা দর্শনে যায়, তাহাদের নিকটে পৌঁছাইতে পেপসি আগ্রহী। পড়িবেন বিশ্ব সামরিকতন্ত্রের সহিত কোকাদির অটুট বন্ধনের খবর

কোকাকোলোনাইজেশন/
ডিকোকেনাইজেশন/
ডিকলোনাইজেশন :৭

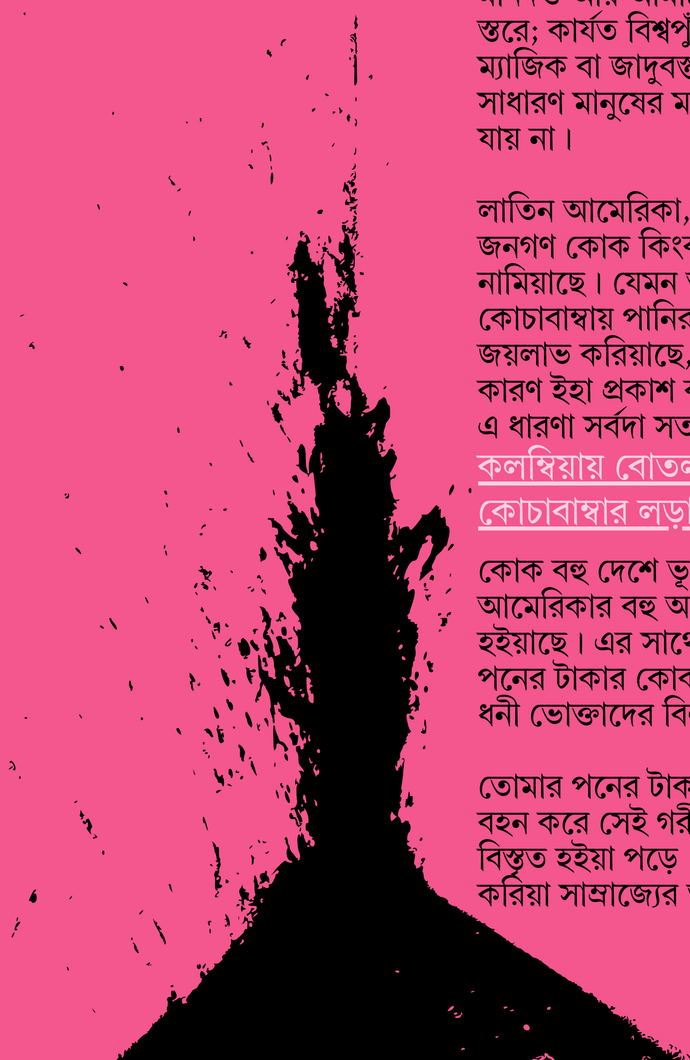

আ.

একদিন ছিল, বিদেশি বিনিয়োগ কল্যাণকর কি ক্ষতিকর, ইহা লইয়া তর্ক হইত; মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি শুভ না অশুভ, তাহা লইয়াও দ্বন্দ্ব চলিত। আজ সেই বিতর্ক আর অবশিষ্ট নাই। কোকাকোলা এত বহুবিধ দ্রব্যের মালিক যে তাহার সম্পূর্ণ তালিকা আমরা জানিও না। খাদ্য হইতে ভোক্তা সামগ্রী—অসংখ্য শিল্পই তাহাদের নিয়ন্ত্রণে। পৃথিবীর ৯৯ শতাংশ ভোক্তাদ্রব্য যে পাঁচ-ছয়টি প্রতিষ্ঠানের অধিকারে, কোক তাহাদের অন্যতম। ইহাদের শক্তি এতই বিপুল যে ভালো-খারাপের মানদণ্ড আর আমাদের মোতাবেক নহে—ইহারা হিসাব রাখে অন্য স্তরে; কার্যত বিশ্বপুঁজির নিয়ন্ত্রণই তাহাদের লক্ষ্য। কোকের রিয়েল ম্যাজিক বা জাদুবস্তু ইহাই—তাহাদের ভাবমূর্তি এত মহাকায় যে সাধারণ মানুষের মনে হয়, স্থানীয় পর্যায়ে তাহাদের বিরুদ্ধে কিছুই করা যায় না।

লাতিন আমেরিকা, ভারতবর্ষ, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি দেশে নানা সময়ে জনগণ কোক কিংবা অনুরূপ বেভারেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে রাস্তায় নামিয়াছে। যেমন আমেরিকায় নেসলের বিরুদ্ধে, বা পেরুর কোচাবাম্বায় পানির কোম্পানির বিরুদ্ধে আন্দোলন; কোথাও জনগণ জয়লাভ করিয়াছে, কোথাও ব্যর্থ হইয়াছে। এই ঘটনাবলি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহা প্রকাশ করে যে মহাশক্তিশালী বলিয়া কোকাদি অদমনীয়—এ ধারণা সর্বদা সত্য নহে। দ্রষ্টব্য,

কলম্বিয়ায় বোতল মহাজনঃ ২০ প্লাচিমাড়া প্রতিরোধ :২৩
কোচাবাম্বার লড়াই :২২

কোক বহু দেশে ভূগর্ভস্থ জল অতিরিক্ত শোষণ করিয়াছে—আমেরিকার বহু অঙ্গরাজ্যে, রাজস্থানে ইত্যাদিতে এই দোষে দুষ্ট হইয়াছে। এর সাথে যুক্ত হইয়াছে শিল্পদূষণ। অথচ গ্রামীণ দরিদ্র যাহারা পনের টাকার কোক ক্রয় করিতে অক্ষম, তাহাদেরই জল কাড়িয়া লইয়া ধনী ভোক্তাদের বিলাস মেটানো হয়।

তোমার পনের টাকায় কেবল বোতলটি ক্রয় হয়, কিন্তু পরিবেশগত ব্যয় বহন করে সেই গরীব কৃষক, যাহার জল শুষ্ক হইয়াছে। ফলে বৈষম্য বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অবশ্য তুমি প্লাস্টিকের নলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া সাম্রাজ্যের ভাবরাজ্যে ক্ষুদ্র বিকিরণ ঘটাইতে পারো।

chhitt.com

অতএব সারকথা, কোক মনুষ্য-জ্বালানি। শ্রমের মাধ্যমে যাহা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তাহার সামান্য প্রতিস্থাপন ঘটে কোকের পনেরো-পঁচিশ টাকার বোতলে।

কমোডিটির প্রয়োজনীয়তা সমাজের খাদ্যসংস্কৃতির ভিতর দিয়া ধরা দেয়। ভারী আহারের পর কার্বোহাইড্রেটসমৃদ্ধ পানীয় গ্রহণ এক প্রকার সংস্কৃতিরূপে প্রতিষ্ঠিত। তথাপি ইহা শিল্পপ্রক্রিয়ার ফলমাত্র। কার্বন ডাই অক্সাইডকে চাপ দিয়া জলে মিশ্রণ করিলে সোডার সৃষ্টি হয়; সোডা মূলত কার্বোনেটেড পানি।

ই.

কোকাকোলা আধুনিক মানবসভ্যতার এক মহৎ অহংকার। একটি মাত্র দ্রব্য উদ্ভাবন করিয়া তাহারা বিশ্বজোড়া লক্ষকোটি মানুষকে পান করাইতেছে—ইহা এক প্রকার বিস্ময়। কিন্তু মূল প্রশ্ন হইল, বাংলাদেশে কোকাকোলার ব্যবসায়িক রূপরেখা কীরূপ?

গ্রামে যে সকল পানীয় বিক্রয় হয়, শহরে তাহার প্রকার ভিন্ন; এখানে আছে কমিশনের খেলা, পাইকারি দরের হিসাব, এবং ব্যবসায়ীদের পারস্পরিক লুণ্ঠনের বাঁটোয়ারা। এইরূপে কোক বরং এক গ্লোবাল ডুয়োপলির দৃষ্টান্ত—একদিকে কোক, অপরদিকে পেপসি; উভয়েরই অধীনে বহুবিধ কোম্পানি। স্থানীয় কোম্পানিগুলির সাথে এই মনোপলির সংঘাতের ইতিহাসও দীর্ঘ। যেভাবে ইউনিলিভার আগমন করিয়া দেশীয় বল ও গুড়া সাবান ব্যবসায়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কিংবা ভারতবর্ষে স্থানীয় ব্র্যান্ড গিলিয়া খাইয়াছে—কোকও অনুরূপ কৌশলে বহু দেশীয় পানীয় বাজার হইতে হটাইয়াছে। পার্সি বেভারেজের ইতিহাস তাহার সাক্ষী।

বম্বে কোলা ওয়ার :২৫

এইখানে মূলত বাজার দখলের প্রশ্ন জড়িত। গ্লোবাল পুঁজি ও লোকাল পুঁজি নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করিয়া এলাকা নির্ধারণ করে। কোক যাহা অধিকার করিয়াছে, তাহাই কোক স্টুডিওর দর্শকবর্গ। গ্রাম্যজন কি এই সংগীত শোনে? শুনিলেও কি তাহারা কোকের লক্ষ্যিত ভোক্তার প্রথম সারিতে? না—তাহারা সানক্রেস্টাদি পান করিয়া তৃপ্তি পায়। সুতরাং কোক স্টুডিওর দর্শক ও সানক্রেস্টের গ্রামীণ ভোক্তার মধ্যে এক স্পষ্ট বিভাজন রহিয়াছে।

এই বিভাজনই প্রকাশ করে—বাংলাদেশে পুঁজির বণ্টন কীরূপ। ভোক্তাদের ভিত্তিতে বাজার সাজানো হয়; যেমন গ্রামে বিক্রিত হয় বাবর সুজ, জেলা শহরে বাটা, আর রাজধানীতে আরও উন্নত ব্র্যান্ড। এক প্রকারে প্রতিটি শ্রেণীর জন্য আলাদা শিল্প। যাহা গ্রামে চলে, তাহা শহরে মার্কেটিং হয় না।

ঈ.

কোকাদি এক নতুন পরিচয় নির্মাণ করিতে চাহে, যাহা প্রচলিত জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে। ইহা কেবল কৌশল নহে, বরং বিশ্বপুঁজির স্বার্থে সুবিধাজনক পরিচয়ের প্রকল্প। অতএব ফিউশন, অতএব কোক স্টুডিও, অতএব নানাবিধ প্রহসন। লক্ষ্য এক—জাতীয়তার সংকীর্ণ সীমানা অতিক্রম করিয়া ট্রান্সন্যাশনাল ভোক্তা-অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন। কোক এন র‍্যাট :২৮ একমাত্র ইংরাজী কড়চায় পড়িবেন।

এইজন্যই কোক স্টুডিও 'কিউরেটেড' সাংস্কৃতিক পরিসর। প্রবাসী কিংবা প্রবাস-সন্তানগণ এই প্ল্যাটফর্মের কন্টেন্ট বিতরণে অংশ লইয়া স্থানীয় পরিচয় ও সাংস্কৃতিক পতাকা বহন করিবার সুযোগ পান আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীরূপে। ফলে দেশীয় সঙ্গীত, ভাওয়াইয়া, এমনকি আব্বাসউদ্দীনের গান—সবই এক তথাকথিত বিশ্বমানে উত্তীর্ণ হইবার প্রকল্পে মিশিয়া যায়। সামান্য ফাংক, সামান্য গ্রুভ, এবং তাহাই আধুনিকায়ন।

ইহা নিতান্ত নতুন নহে। যেমন নকশিকাঁথা বা জামদানির উপাদান মারিয়া কাটিয়া লইয়া আপসাইকেলাদি হয়, তেমনি বাংলার গীতরঙ্গও মাল্টিন্যাশনাল মাপে নতুন করিয়া উন্নীত হইতে থাকে। ইহাতে শিল্পী ও কারিগর—যাঁহারা দোতারা বাজান, সোনার বা রূপার কাজ করেন—তাঁহারা, যাঁহারা এককালে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির অঙ্গ ছিলেন, আজ গ্লোবাল পুঁজির অনন্ত আগ্রাসনে এক প্রকার ধ্বংসাবশেষে পরিণত।

বস্তুত, বাউল হউক বা গ্রামীণ শিল্পী—কলোনিয়াল লুণ্ঠনতন্ত্রের পূর্ব হইতে যাহাদের অস্তিত্ব ছিল, তাহাদের জীবিত টিকিয়া থাকা আজও চলমান সংগ্রাম। এইখানেই প্রকৃত সংঘর্ষ—গ্রামীণ সংস্কৃতির আত্মপরিচয় ও বিশ্বপুঁজির সাম্রাজ্যী অভিসন্ধি। যখন বাউল-ফকিরের কেশ কাটিয়া দেওয়া হয়, যখন লোকশিল্পীকে নানা অজুহাতে হেনস্থা করা হয়, তখন তাহা কেবল স্থানীয় গোঁড়ামি নহে; ইহা আসলে বৃহত্তর এক বৈশ্বিক সংঘর্ষের অঙ্গ।

প্রশ্ন রহিল—এই সংঘর্ষের পরবর্তী অধ্যায় কী হইবে? অভ্যাস যখন পরিচয়ের সঙ্গে বোনা হয়, তখন পুঁজির বোনা জাল সংস্কৃতির রক্তনালী দিয়া গঠন লাভ করে। ভবিষ্যতের সংগ্রাম এই অভ্যাস-পরিচয়ের বয়নকেই কেন্দ্র করিয়া জাগিবে।

অ রহমান, ভাদ্র ১৪৩২

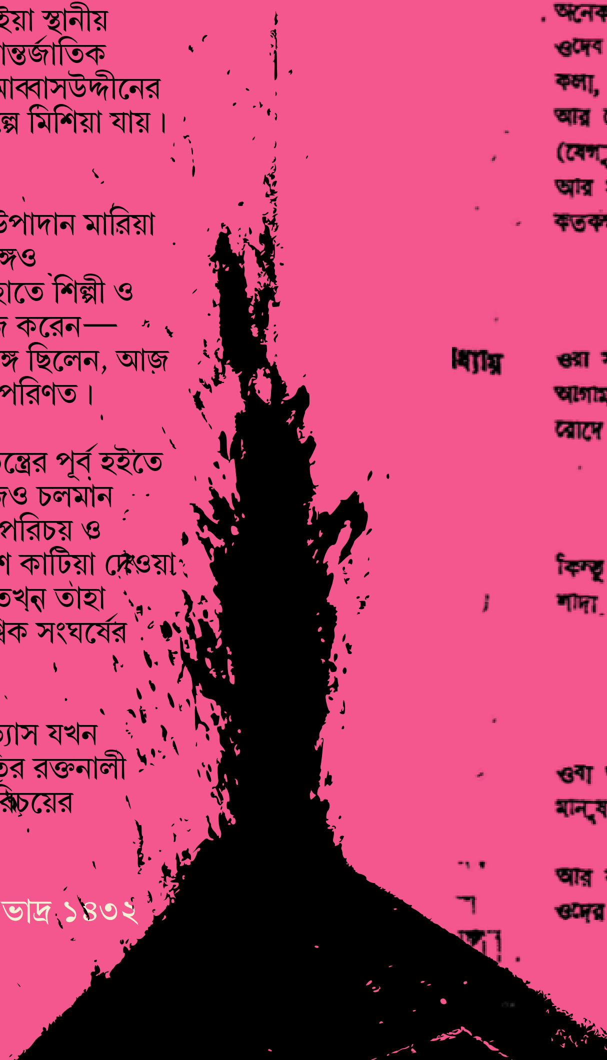

# সৃষ্টি কম্পানী প্রাঃ লিঃ

চন্দনসৌরভ মিত্র

ওরা সৃষ্টি করলো কোকাকোলা, আইসক্রীম আর প্রেসিডেন্ট
পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র, আর কলকাতা,
ওরা সৃষ্টি করলো আমি আর তোমরা।

অনেক বৈঠক, বিতর্ক আর রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর ঠিক হলো
ওদের সৃষ্টিতে থাকবে—
কলা, কফি, কোকো, তেল আর মানুষ
আর লোহার তৈরী ভগবান
(যেগুলো আজ ব্যবহারের অভাবে মর্চে পড়ে গেছে)
আর সভ্যতায় খোঁয়াড়ে বিচরণ করবার জন্য
কতকগুলো শকুনি।

ওরা সৃষ্টি করলো কয়েক গজ নিয়ম—
আগামীকাল, কলেজ আর কফি হাউস—
রোদে পোড়া, কালো কালো পিঠওলা একরাশ মানুষ

কিন্তু একদিন হাওয়ার বুকেও সুড়সুড়ি লাগল,
শাদা প্যান্ট পরা সমুদ্রের ঢেউ, স্কুল ইউনিফর্ম
আর পরতে চায় না।

ওরা তখন ভগবান ভেঙে তৈরী করলো স্টেনগান্
মানুষ ভেঙে তৈরী করলো হায়েনা
যারা রক্তের সাথে সেক্স মিশিয়ে খায়,
আর কলকাতাকে ওরা ডুবিয়ে দিল কোকা-কোলার স্রোতে,
ওদের সৃষ্টিতে এখন সবকিছুই আছে—
"আমি" ছাড়া।

কোকাকোলোনাইজেশন /
ডিকোকেনাইজেশন /
ডিকলোনাইজেশন

পেপ্সি ও পপ কালচারের অনেক আগের কথা, মরফিন-আসক্ত এক মার্কিন প্রবীণ সৈনিক কাম ড্রাগিস্ট জন পেমবার্টন আবিষ্কার করেন এক স্নায়ু টনিক—ওয়াইন আর কোকা (read কোকেন) পাতা মিশায়। আটলান্টায় যখন মদের ওপর নিষেধাজ্ঞা, রেসিপিতে তিনি ওয়াইনের বদলে মিশাইলেন চিনির সিরা, রেখে দিলেন কোলা বাদাম থেকে ক্যাফেইন—আর—কোকা পাতা! ফলাফল: কোকা-কোলা—served spiked (৪.৩ মি.গ্রা), since 1886.

বিশ শতকের শুরুর দিকেই নাকি কোক থেকে কোকেন 'বাদ দেওয়া' হইছিলো—গুজবের বুদবুদ অন্তত এমনটাই বলে। আদতে এই 'ডিকোকেনাইজেশন' ছিল শুদ্ধিকরণের নামে কর্পোরেট চালবাজি। লবিঙয়ের বদৌলতে কোক পাইলো কোকা বাজারের মোনোপলি: আজও DEA অনুমোদনে আমেরিকার একটা মাত্র কারখানায় চুপিচুপি আসে কোকা পাতা, যা থেকে ফার্মা কোম্পানিগুলোর জন্য তুলে নেওয়া হয় কোকেন, আর কোকার ছীন, যার কোডনাম 'Merchandise No. 5', ফিরে যায় কোকের বোতলে, গোপন ফর্মুলায় বানানো ফ্লেভার হয়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কোকাকোলার ঝাঁজ যুগাইতো সামরিক রসদ। কোম্পানি কসম খায়, যেখানেই যাক, ইউনিফর্মধারী প্রতিটি আমেরিকান পাবে কোক, মাত্র তিন আনায়। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ থেকে ফ্রান্সের ফ্রন্টলাইন—যুদ্ধক্ষেত্রজুড়ে গজায় উঠলো কোক স্টেশন, বোতলজাতগণতন্ত্র।

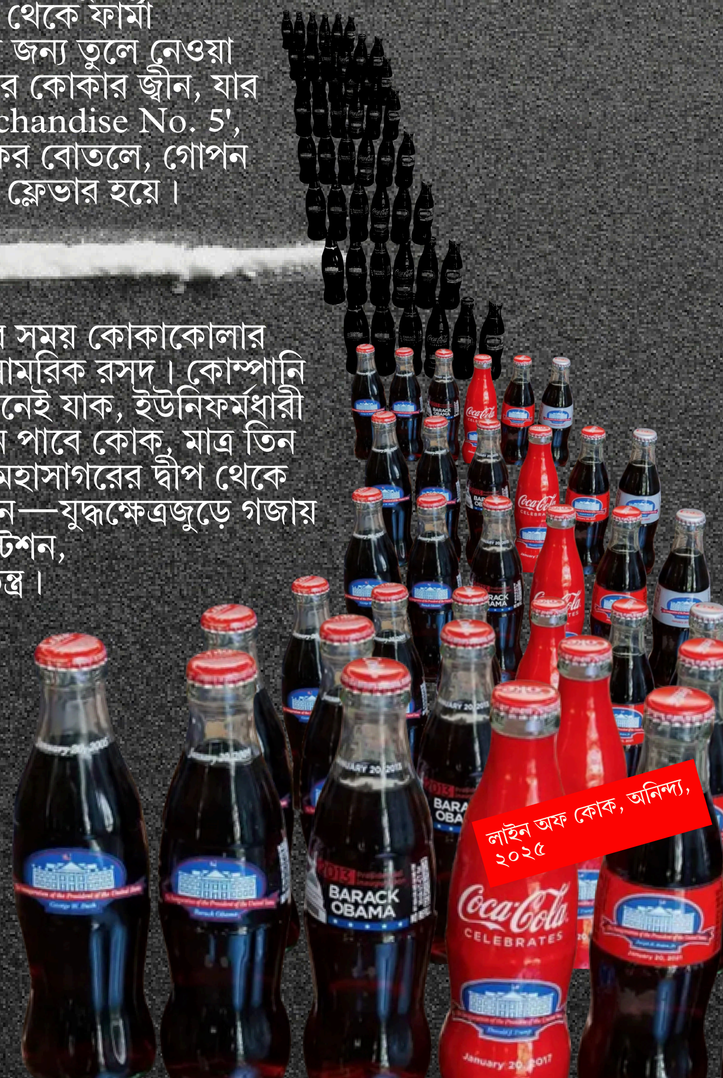


লাইন অফ কোক, অনিন্দ্য, ২০২৫

এমনকি, গণতন্ত্রের শত্রুপক্ষও ছিল কার্বোনেটেড। জার্মানির নাৎসি সমাবেশের স্পন্সর তো বটেই, স্বস্তিকার পাশেও দেখা যাইতো কোকাকোলার ব্যানার। হিটলার নাকি তার প্রাইভেট প্রেক্ষাগৃহে Gone with the Wind দেখতে দেখতে চুকচুক করে কোক খাইতো। তবে যুদ্ধ লাগার পর হিটলারের জার্মানিতে সিরাপের সরবরাহ বন্ধ হইলে পরে, কোকের ডয়েচে ব্রাঞ্চ ফলমূলের খোসা দিয়ে বানাইলো ফান্টা—নাৎসিবাদের গেরুয়া সন্তান।

স্ট্যালিনের জন্য কোকাকোলা ছিল পুঁজিবাদের বিষ আর ফরাসি কমিউনিস্টদের চোখে ট্রোজান হর্স, লৌহ পর্দার আড়ালে সোভিয়েত মার্শাল ঝুকভের গোপন কোক-আসক্তির যোগান দিতে সযত্নে বানানো হইছিলো 'হোয়াইট কোক'—ভদকার মতো স্বচ্ছ, লাল তারকা ছাপা বোতলের ক্যাপে, কমিউনিস্ট-ফ্রেন্ডলি ছদ্মবেশ।

ক্যাপিটালিস্ট, ফ্যাসিস্ট, কমিউনিস্ট—সবাই বুঁদ চোদ কোকের রিয়েল ম্যাজিকে। এটাই 'কোকাকোলোনাইজেশন' বা বোতলে বোতলে আম্রিকান স্বপ্নের রপ্তানি। আরেকটু ভেবে বললে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধ থেকে স্নায়ুযুদ্ধ, Wehrmacht থেকে ফিলিস্তিন দখল, ইতিহাসের দুইপাশের বন্দুকেই সযত্নে ল্যুব মাখে কোলা, কোকা ইত্যাদি।

কোক কখনোই শুধু পানীয় ছিল না, Orwellian সাল থেকেই বেচতেছে পুঁজিবাদের চমক, কালচ্রাল অস্ত্র, আর নব্যউদারতাবাদী রুচি [চানাচুর] মাখানো জীবনদর্শন। এদিকে কোকের স্টুডিওতেও চলতেছে 'ডিকোকেনাইজেশন' কারবার, যেখানে পাওয়া যাইতেছে বাজার-নিরাপদ ও গ্লোবাল-প্লেলিস্ট-বান্ধব লোকগান 'হেরিটেজ'এর মোড়কে। Merchandise No. 5-এর মতোই জারি-সারি-বাউল-কাওয়ালী হইতেছে 'ফোক গান'এর আর্টিফিশিয়াল ফ্লেভারিং।

সামিরা রাহা ২০২৫

দশভুজা মায়ের মতোই কোক খেয়াল রাখে সবার;
আমার-আপনার ভোগ আর নৈতিকতার টানাপোড়েনে
গ্রীনওয়াশ করে কোকাকোলা আর তার সাইড-চিক
এঞ্জিও।

একদিকে কোক খাইতে খাইতে আমরা
ডিকলোনাইজেশনের 'ফিল গুড' ঢেঁকুর তুলি আর
অন্যদিকে পাইপলাইনে শোষণ আর মুনাফার সিলসিলা
থাকে চলমান।

ডিকলোনাইজেশন আর আইডেন্টিটি পলিটিক্স
নব্যবামদের আরাম দেয় আর অটুট রাখে তাদের বুর্জোয়া
সেফটি-নেট। কারণ ক্যাপিটালিজম খুব সেয়ানা;
কোকের মতোই গোপন রাখে তার শ্রেণীশোষণের
সার্বজনীন লজিক।

ডিকলোনাইজেশন আর ডিকোকেনাইজেশনের হাত
ধরেই সাম্রাজ্য কেবল লেবেল পালটায়, পুঁজিবাদের যুক্তি
মেনে।

আর কোকাকোলা
আমাদের শিখায়,
সা পুঁজিবাদ বিলীন হয় না,
শুধু ফ্যানায়।।

এই অসভ্যরা ফ্রাইড চিকেন খায় কালা সিনেটর, ঢুকে গেছে আমেরিকার গণতন্ত্র দিয়ে। সাদা মৌলবাদী গ্রিফিথ দেখাইছে, গণতন্ত্র কী খতর্নাক যদি সাদাদের মুঠায় না থাকে তাহার কালজয়ী নোংরা ছবি "বার্থ অফ আ নেশনে"। আমেরিকানার হাটবাজারে আজ সকলেই মুরগিখোর, সাথে খায় কোক। কেফসি হইলে পেপসি।

সর্বরোগের নিদান  কোক নাকি মাইগ্রেন কমায়। একসময় সেভেন আপ দুধে গুলায়ে খাইতে ও খাওয়াইতে বলতো বিজ্ঞাপনে।  পাকিস্তানে খায় দুধ সোডা।  আমিও পার্সনালি খাইছি, দুগ্ধভাবটা থাকে না, তা পান-ঈয় হইয়া উঠে। জেঞ্জি সোনামণিরা ডায়েট কোকের নাম দিছে ফ্রিজ সিগ্রেট।

জবরদখলি আমেরিকায় আমাদের গ্লোবাল মেজরটির কালী মায়েরা তাদের দাসজীবনে মুরগি ছাড়া কিছুই পালার অধিকার পাইত না। এইখানে অধিকার শব্দের প্রয়োগ ঠিক হইল কিনা। শূকর গরু অন্য যা পশু খাইতে বলেছেন যীশু সেই গোসম্পদ গোধনে বন্দিনী মায়েদের অধিকার ছিল না। রুমালে বান্ধা মুরগির ডিম ধনসঞ্চয়ের উপযুক্ত নয়। ফ্রাইডচিকেনের এই জননীদের থেকেও চুরি করে আমেরিকানদের আইডেন্টিটি বানাইছে কম্পানি।

জীবনে কিছু করতে পারলা না হতাশ হইয়ো না, কর্নেল স্যান্ডার্স সেই বয়সে কেএফসি বানাইছে যখন বাকিদের ভীমরতি ঘটে। স্যান্ডার্স শেষ বয়েসে বেচে দিছিলেন কেএফসি। আর হতাশ হইয়া ফিরতেন: সেই স্বাদ আর নাই। আমার সিক্রেট রেসিপি আহা ইত্যাদি।

কোকের সিক্রেট রেসিপি আর যত সিক্রেট রেসিপি আছে  সবই এক: ডাকাতি।  আটলান্টায়, ভল্ট নাকি নিউক্লিয়ার শেল্টারের ভিতরে যে পবিত্র গ্রন্থ রাখা আছে তাতে খুঁজলে যে গোপন কথাটি পাওয়া যাবে তা হইল ডাকাতি। এই আদিম ডাকাতেরা কেন আইডেন্টিটি চুরি করে, মানে এতো ধনসম্পদ তাও কাঙালের আইডি চুরি কেন।

ব্রিটিশ চা খায়।  বাকিরা খায় মিনিমাম ওয়েজ। এইটাই ওদের সিক্রেট আকা রিয়েল ম্যাজিক।

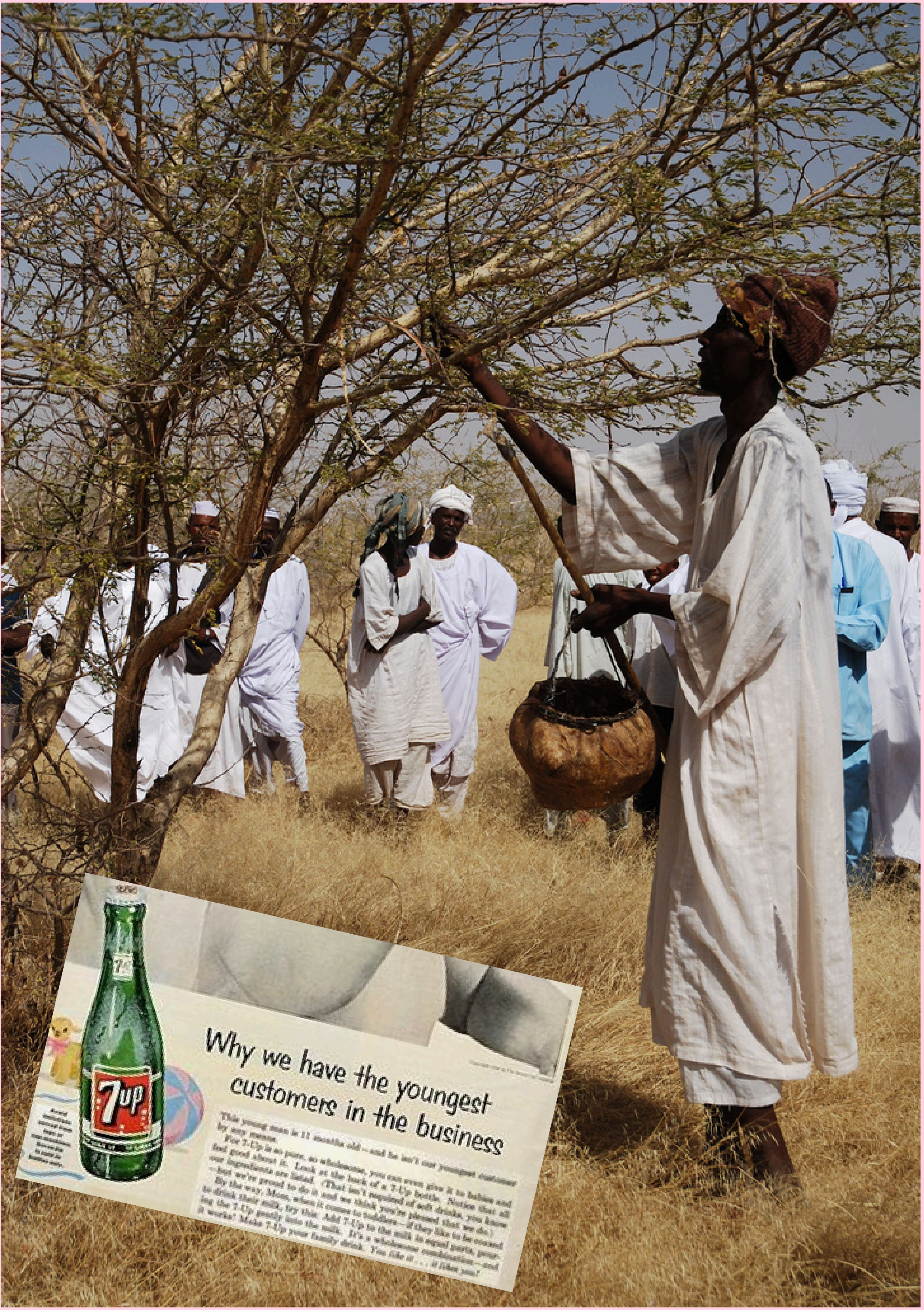


বাবলাগাছের আঠা যার নাম গাম অ্যারাবিক, যদিও আরবের উত্তর পূর্ব প্রান্তে সুদানে এর চাষ হয়, ল্যাগে কোক পেপসি গুলাইতে। আজকের দিনে ঐ আঠার ব্যাপার নিয়া সশস্ত্র দুই গ্রুপের ভিতর যুদ্ধ চলে। ঐ যুদ্ধে টাকা খাটায় বড় কম্পানি। সেই টাকাও তাদের না। সুদান থেকে চান্দা না দিয়া আঠা বের হয় না। চান্দা দেয় সুদানি ব্যাপারীগণ।

১৯২৯ সালে সেভেন-আপ বাজারে আসছিল লিথিয়েটেড লেমন লাইম সোডা নামে। লিথিয়েটেড হচ্ছে লিথিয়াম সাইট্রেট, একটা মুড স্ট্যাবিলাইজার। এই পানীয় মূলত হ্যাঙ্গওভার এবং মানসিক অবসাদ কমানোর জন্য বাজারজাত করা হইছিল। পরে এফডিএর কড়াকড়ি বাড়লে এই পিনিকের ইতি ঘটে বলে ধারণা করা হয়। লিথিয়ামও এখন আর ঐ জায়গায় নাই, লিথিয়াম ব্যাটারির স্বর্ণযুগে। আমেরিকাস্থ লিথিয়ামের খনি নিয়া আমেরিকান কম্পানিগুচ্ছ কামড়াকামড়ি করতেছে। লিথিয়াম মিশতেছে পানিতে। ঐদেশে সভ্যতা বজায় আছে হয়ত। যেহেতু খনির অবস্থান সভ্যদেশে।

ডায়েট কোক খাইলে চিকন থাকা যায়। ইদানিংকার ক্রেজ ঊনিশশো-নাইন্টিসে Heroin Chic (হিরুইঞ্চি) কেট মস ডায়েট কোকের ক্যানাভাসিং করতো। এখন নভো নরডিক্স ওজেমপিক খাওয়ায়ে খাওয়ায়ে নানাভাবে মানুষের ওজন কমাইতেছে, যদিও মানুষের মৃত্যু নিয়মিত ঘটতেছে, আর কোটকাচারির বাড়ি খায়া ওদের আয় রোজগারও কিছু কমছে। আমেরিকা ভেজাল ওজেমপিকে ছয়লাব, পুতিনের বন্ধু ট্রাম্পের ট্যারিফওয়ার চলে। তাতে নভো নরডিস্কের আয় এতই কমছে যে ডেনমার্কের জিডিপি গ্রোথের যে ফোরকাস্ট আছে সেইটা অর্ধেক হয়ে যাবে।

কিন্তু ডায়বেটিক আর অবিস রোগি নিয়াই বিগ ফার্মাসমস্ত কইরা খাইতেছে। ওঝা হইয়া তারা ঝাড়ে তারে, যারে সর্প হইয়া দংশন করছিল বা কইরা যাইতেছে বিগ শুগার।

অ রহমান ২০২৫

১৯৭০ সালে সিলদো মেইরেলেসের "Insertions into Ideological Circuits: Coca-Cola Project"-এ কোকা-কোলার স্বচ্ছ বোতলে অদৃশ্য কালি দিয়ে সামরিক শাসনবিরোধী স্লোগান, রাজনৈতিক বার্তা ও মলোটভ ককটেলের ফর্মুলা লিখিত হয়।

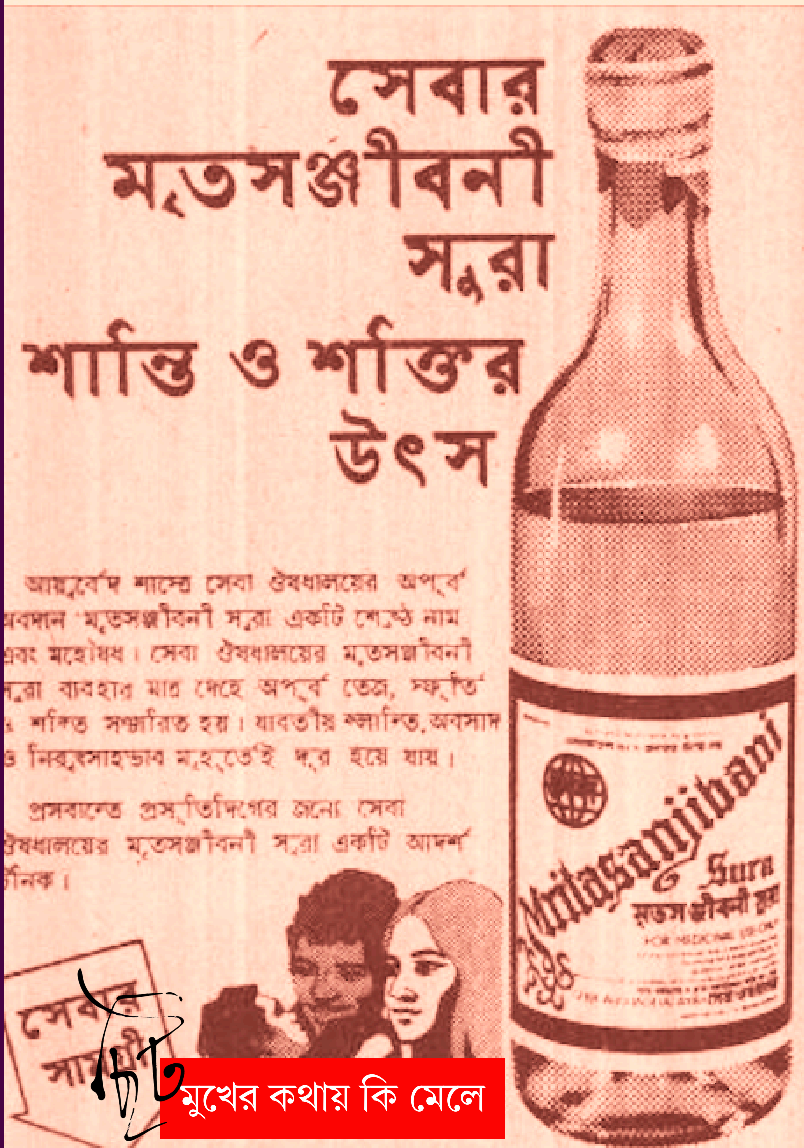


অনলাইন রিল্মে প্রচলিত একটি কথা 'হোয়েন লাইফ গিভছ য়্যু লেমন.. ।' জীবন ও প্রস্তুতকারকরা আমাদের দিয়েছে নানান জাত ও রকমের বেভারেজ ও কার্বোকোলা। আমাদের তৃষ্ণায় চাই আছি। এটাও বলে দিয়েছে। জীবনে দরকার আনন্দ, উত্তেজনা ও সাহস এবং উদযাপন। ব্যর্থতায় অথবা ক্লান্তি ভরা প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের দোটানার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে জীবনের অনেক মানের একটি হচ্ছে 'সঞ্চয়'।

চাতক পান করে অমৃত। আমাদের অনেকেরই চাতক স্বভাব নয়। আমাদের বাসনা এবং তেষ্টা অশেষ ও অফুরান। তাই আমরা পান করি এবং ঢোক গিলি— নানান রকম উৎস থেকে জমানো, ফুটানো ও ফিল্টার করা পানি। কিনে চুমুক দেই বোতলজাত করা 'খনিজ পানিতে' এবং নানান জাতের 'ঠাণ্ডায়'।

কোক, পেপসি, ফান্টা, স্প্রাইট, আরসি-কোলা, ক্লেমন, ফ্রুটিকা, স্পিড এবং ইত্যাদি ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট পানীয় এবং এনার্জি ড্রিংকছ।

এগুলি নানান স্বাদের হয় যা সকলের জন্যেই ভালো— একের অধিক অপশন থাকা ভালো।

আবহাওয়া এবং সামাজিক বিজ্ঞানের 'প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট পরিবেশ' জনিত কারণে আমরা তৃষ্ণা পোষণ করি— কলিজা একটু ঠাণ্ডা করবে বা এক গেলাস প্রাণ একটু জুরাইবে এমন তাপমাত্রায় থাকা পানি বা নানান স্বাদ মেশানো পানীয়র ব্যাপারে। আমাদের জন্মের আগে থেকেই নিশ্চই কেউ না কেউ শরবৎ খায়, লাচ্ছি খায়। অবাক জল পান করে।

যেমন সঞ্চয় করতে হয় ক্যালরি—খরচ করার জন্য। সাধারণত কায়িক পরিশ্রম ও শ্রমের মানে কামাইয়ের শ্রেণী ভেদে ক্যালরি ইনটেকের পার্থক্য থাকে। যেমন- কৃষকের দৈনিক ক্যালরি ইনটেক কত, রিকসা চালকের কত, চেয়ার টেবিলে বসে অফিস করলে কত এর একটি তুলনামূলক ডাটা শিট তৈরি করা যায়, যে পেশা/শ্রম ও মজুরি বিশেষে ক্যালরি ইনকেটের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কত এবং এর কতটুকু পূরণ হয় এবং কার্বোকোলারা এই তুলনামূলক ডাটা শিটে কোন ধরণের নাড়াচাড়া তৈরি করে কিনা!

chhitt.com

অথবা কৈশোর ও তারুণ্যের উচ্ছলতা ও মেজাজী ঝাঁজকে এপলিটিক্যাল নির্বিষ একটি বিজ্ঞাপনী চাদরে টাঙিয়ে আমাদের ছ-কড়া ন-কড়া ট্রপিক্যাল জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতার মাঝের ছোট, মাঝারি ও বড়সড় নানান ব্রেক, সেলফ রিওয়ার্ড বা উদযাপনের মুহূর্তের দুদণ্ড ঠাণ্ডা তৃষ্ণার বাসনাকে শিকার করে, মার্কেট স্টাডি করে বাজারে নানান কিছিমের 'ঠাণ্ডা'র কেনাবেঁচা আছে।

প্রসঙ্গক্রমে, দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে ব্রেকের নানান কায়দা ও তরিকার কথা মেনশন কি করা যায়? যেমন- আমরা চা খাই, নাস্তা খাই, অনেকে পান-বিড়ি করে। বিজ্ঞাপন বিরতির ফাঁকে চুলার জ্বাল কমিয়ে দিয়ে আসেন এখনো অনেকে। কাজের ফাঁকের হালকা বিরতির বেশকিছু ব্যবহারিক কারণ রয়েছে যা কাজ সংক্রান্তই। এক ঘেয়েমি-বিরক্তি ভাব কাটানো, মন চাঙ্গা করা যাতে আবার ফিরে গিয়ে কাজে দম ভরে মন দেয়া যায়। তো এই কাজের ফাঁকে ব্রেকের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও বিরাট। চা, কফি, বিস্কুট, ফিজি ড্রিংকছ, চানাচুর, পান, তামাক, বাইট সাইজ বহুত কিছু।

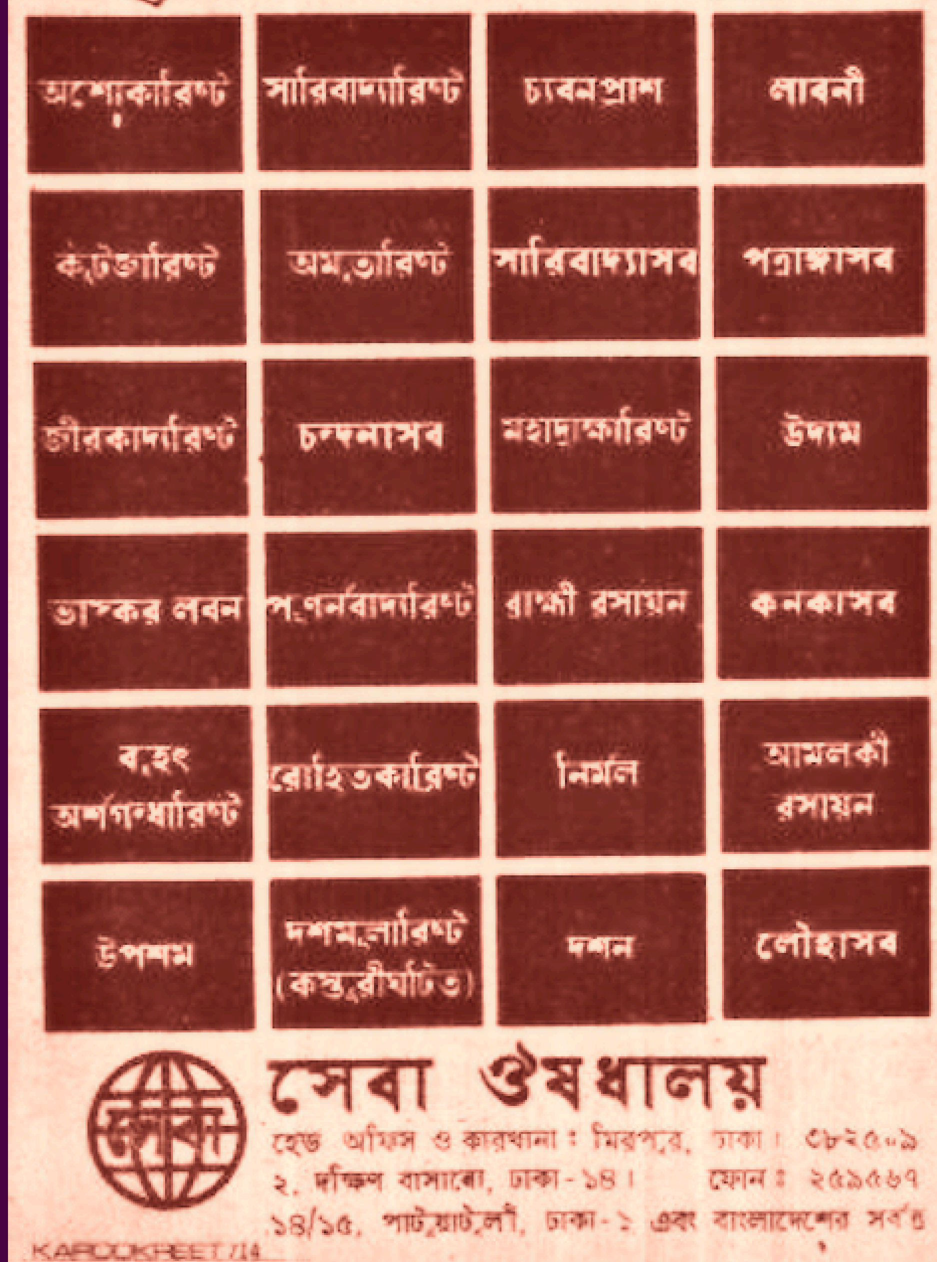


তো এই দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে ব্রেকের বা যে কোন ব্রেকের সাথে শ্রেণীর উঁচা নিচা হেজিমনিক সম্পর্কের বিন্যাসও ফুটে উঠতে পারে হয়ত। যেমন- 'দুধ চা খেয়ে তোকে গুলি করে দিব'। মানে যাকে গুলি করা হবে সে এত তুচ্ছ আর ননথ্রেটেনিং হয়ে গ্যাছে যে যার হাতে বন্দুক আছে সে 'দুধ চা' আয়োজন করে খেয়ে তারপর আস্তে ধীরে গুলিটা করবে বলে ঘোষণা দিতে পারল। মানে যে গুলিটা খাবে আর যে চা খাবে এদের মধ্যে সম্পর্কের পাওয়ার ডাইনামিক্সটা গরম দুধ বা কনডেন্স মিল্ক মিশ্রিত চায়ের উত্তাপে জ্বাল দেয়া হচ্ছে ক্লাইমেক্সের আগে। দুধ সুষম খাদ্য। খাদ্য শৃঙ্খলে আধিপত্য ফলাতে যাওয়ার আগে একটি বা কয়েকজন ম্যামাল এক কাপ এনার্জি সমেত জিরিয়ে নিল।

আর আমাদের কারখানায় তৈয়ার হওয়া ঠাণ্ডা পাণীয়গুলিতে মেশানো থাকে নানান টেস্টের ও রঙের চনমনে উপাদান। আর তার প্রভাব- আমাদের শরীরে ও 'মনে' বা মগজে বা আচরণে। সেই প্রভাবগুলি আসলে কেমন? ভালো বা খারাপ? বা ননথ্রেটেনিং বা কতটুক পর্যন্ত ননথ্রেটেনিং বা বিজ্ঞাপনে যেমন বলে সত্যই কি সেরকম বা রিফ্রেসমেন্ট বাদে অন্য কোন ফাঁদ গুলে দেয়া আছে কিনা তা নিয়া বৈজ্ঞানিক ও সচেতন পাবলিক হেল্থ সমাজ প্রতিনিয়তই গবেষণায় লিপ্ত রয়েছেন। গুগল করলেই তার উপযুক্ত পাঠযোগ্য খোঁজ, রেফারেন্স মিলবে।

যেমন, ওজনবৃদ্ধি, দাঁতে সমস্যা, রক্তনালির উপর প্রভাব, হৃদপিণ্ড সম্পর্কিত রোগ, মধুমেহ বা ডায়াবেটিছ বা শরীরের কলকব্জা ও ফাংশনিং এর উপর এনার্জি ড্রিংক ও বিভিন্ন কোলায় থাকা নিয়মিত উপাদান ক্যাফেইন ও চিনির দুষ্টু সব প্রভাব।

পণ্যের মালিকেরা চায় আমাদের অভ্যাসকে। মুরুব্বিরা বলে থাকেন মানুষ অভ্যাসের দাস আর পণ্যসভ্যতায় অভ্যাসের দাস হইলে যা হয়! ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে বা গান গায়। ডাজন্ট মেটার।

আমরা জানি এইসকল 'ঠাণ্ডায়' থাকা মিঠা উপাকরণ — চিনি। চিনি আমাগোর মাথার একটা বিশেষ জায়গা (nucleus accumbens) তে 'ডোপামিন' এর স্বাদ ক্ষরণ করে। এই জায়গা আবার প্রণোদনা, রিওয়ার্ড, পুরস্কার, কিছু পাইলে অর্জন করলে যে ভালো লাগার বুদবুদ তৈরি হয় মনের মধ্যে ঐ সকল আবেগের হেডঅফিস হিসেবেও কাজ করে। তো তেষ্টা পাইলে পরাণ জুরানোর মত তাপমাত্রার জলই আমরা পান করতে চাই, তাই না? সেক্ষেত্রে ফিরিজে থাকা তাপানু'কূল' এর সাথে চিনির মিশ্রণ মগজের কাছে মন্দ নয়। এক ধরণের মিষ্টি প্রণোদনা। তা শরবত হইলেও বা কারখানায় গুলানো হইলেও।

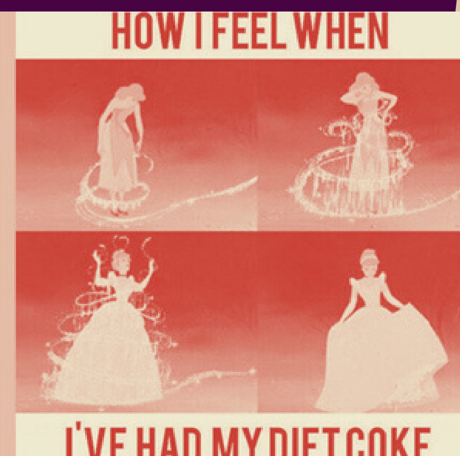

নানান অসুখ বিসুখে ধরা খাবার ঝুঁকিতে থাকে। এগুলি সাধারণ জ্ঞান।

এসব ঝুঁকির কথা পত্রিকা পড়া শিক্ষিত লোকমাত্রই জেনে থাকবে। তাও আমরা বয়সের ডেমোগ্রাফ ও প্রবণতা ভেদে নিয়তই নানা বিরতিতে চুমুক দিই নানান রং ও ফ্লেভারের কার্বোকোলা ও বেভারেজে। আর সব সময় স্বাস্থ্যকর খাবার খাব এবং সদা সত্য কথা বলব এগুলি ল্যাব বা কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট বা স্কুলের বাইরে ব্যাবহরিক দুনিয়ায় পাঁচ বেলা নিয়ম মেনে পালন করা সম্ভবও না হয়ত। আমরা জানি কোক বা পেপসিরা যা প্রচার করে, দেখায় গানে, বিজ্ঞাপনে— তার প্রায় সবটাই বানোয়াট বা চালবাজি। তাও আমরা এড়াইতে পারি না আমাদের অফুরান বাসনাকে। আমাদের এই তৃষ্ণা কোনদিনই মিটবে না। এই খেলা কোক ধরে ফেলছে। আর এইটাই তাদের বা মার্কেটে অন্যান্য শেয়ার হোল্ডারদের রিয়াল ম্যাজিক হয়ত।

সুখ, ফূর্তি, মজা এণ্ড উত্তেজনার ডামাডোল- প্রাণবন্ত জিঙ্গেল এবং আকর্ষণীয় ভিজ্যুয়ালে ভরপুর দৃশ্যগুলির নিয়তই থাকে আমাদের ট্রিগার করা আর ফ্লেভার এবং থিম ভেদে পানীয় গেলার পর যে কোন কিছুকেই যে ঠাণ্ডা মেজাজে উপভোগ সহকারে ডিল করা যায়-

কে না চায় জীবনে মিঠা প্রণোদনা, বারবার? ব্রেইনও এই মিঠা প্রণোদনা বারবার চায়। মিঠা চিনি ঘিলুর ঐ বিশেষ জায়গায় ফূর্তি নিয়ে আসে। তাই আমরা ছুতা পেলেই খেয়ে থাকি বিভিন্ন ব্র্যাণ্ডের কোমল পানীয়। এমনটিই প্রস্তাব-ব্যাখা-পরিক্ষা করে দেখেছিলেন গ্লাসগো ভার্সিটির কিছু গবেষক।

বোঝা যাচ্ছে এখানে সেই অভ্যাসের প্যাচগোচ বা 'এডিকশন' এর মতলববাজি রয়েছে। এই অভ্যাস শারীরিক এবং আচরণেরও। এছাড়া জুত মত কি-ওয়ার্ড ধরে গুগল করলে আমাদের নিউরনে বা শরীর ও মগজের নিওরোলজিতে নানান কোকা ও এনার্জি ড্রিংকছ ও অন্যান্য বেভারেজের নিয়মিত পানের কু-প্রভাব বিষয়ক গবেষণার লিঙ্ক ইন্টারনেট থাকলে খুঁজে পাওয়া যাবে।

ক্যাফেইন এর ডোজ যতক্ষণ রক্তে রক্তে বাড়ি খায় একটা চনমনা 'ভাব' শরীরে 'কাজ' করে। এরপর উইথড্র হওয়ার ফেইজ আসলে শরীর ক্লান্ত হয়। এ এক প্রকার দুষ্ট চক্রই। ক্যাফেইন তার নিজ গুণেই চনমন-করণ করতে গিয়া স্বাভাবিকভাবেই হার্টবিট এবং রক্তচলাচল এর পরিমাণ বাড়ায় দেয়। তো এই বাড়ানো আবার পরে গিয়া উইথড্র এগুলি নিয়মিত সপ্তাহান্তে গতরের ভেতর চলতে থাকলে গতর ও 'মন' উভয়েই এংজাইটি, মাথা ব্যাথা, মুড সুইং সহ

এইটা আমরা কম বেশি সবাই জানি যে বাস্তবে এমন হয়ত হয় না কিন্তু এদের বিজ্ঞাপন বিচিত্রার মধ্যে যে নানান আকর্ষণের ঝাঁঝ গুলায় দেয়া থাকে তার কাজ হচ্ছে আমাদের মানে ভোক্তাদের মনের ভেতর সেই ফূর্তির বা ঝাকানাকা বা কুল আবেগগুলির জন্য তেষ্টা ও বাসনা তৈয়ার করা এবং সেই তেষ্টা-বাসনাকে যার যার পানীয় বা পণ্যের ক্রয় মারফতে পূরণ করা বা আমাদের জিনিস খরিদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা।

এর সাথে হয়ত আরও মতলব থাকে যে, আমাদের মনে এবং জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় এক বা একাধিক লাইফস্টাইল বা ট্রেণ্ডের পত্তন ঘটানো। মানে পানীয়গুলির বিজ্ঞাপনে প্রায়ই টার্গেটেড ভোক্তাকূলকে মাথায় রেখে ঐরকম জীবনধারা মানে লাইফস্টাইল দেখায় যা ভোক্তারা পছন্দ করতে পারে বা যাপন করতে চায়।

এডভেঞ্চার, ফূর্তি, বাইক রেস, সমুদ্র মন্থন, অবকাশ, চ্যালেঞ্জিং টাইমস, অনেক গরমেও স্মার্ট এবং কুল ডুড হয়ে থাকা, পার্টি, বিয়া বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠান বা জমায়েতে বা প্রেমে সবার মন ও চোখের আকর্ষণ কেড়ে নেয়া বা ‘বিন্দাস’ থাকা, চুতছপাগিরি করা-এরকম নানা কার্যকলাপ ও লাইফস্টাইল বার বার দেখানোর মাধ্যমে বিজ্ঞাপনদাতা মালিকপক্ষ এরকম একটা খেলা বা আবেদন তৈরি কি করেন না, যে- শুধু ঐ মধুর পানীয়গুলি কিনে খাওয়াই না, কেনার মধ্য দিয়ে সম্মানিত ক্রেতারা ঐ বিজ্ঞাপনে দেখানো দূরের কিন্তু আকাঙ্খার লাইফস্টাইলটারও কাছাকাছি একটু পৌছাইলেন যেন।

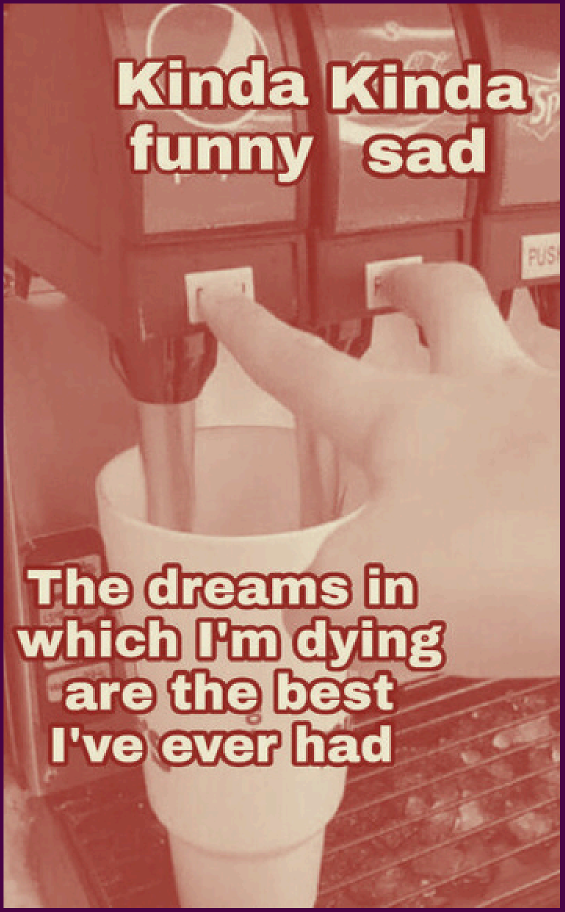


বা ব্যাপারগুলা তেমন জটিল কোন বিষয় না হয়ত যে আলাদা করে কোন একটা পণ্যের মারফতে কোন একটা লাইফস্টাইল সাবস্ক্রাইব করি আমরা। মানে পুরোটাই একটা ইকো সিস্টেমের অংশ। যেমন- একটা শপিংমল কাম সিনেমা হল কাম ফুড কোর্ট কাম রিক্রিয়েশন সেন্টার, একটা ছাদের নিচেই এবং একটা শহরে দুই তিনটা শপিং মলই আছে হয়ত। বা ম্যাকডোনাল্ডস বা ফুড পাণ্ডা খাওয়ার জন্য আলাদা কোন লাইফস্টাইলে যোগদান করার কিছু নাই। আপনি আমি যে ইকোনমিক মডেলে সামাজিক জীব হয়ে টিকে আছি সেখানে লাইফস্টাইল বলতে আলাদা কিছু নাই। হয়- কোক নইলে পেপসি বা মিরিণ্ডা বা কাছাকাছি আরও কয়েকটা অপশন। এর বাইরে আপনি হয়ত স্যালাইন বা এলোভেরার শরবত খেতে পারেন।

এর জন্য কোকপক্ষ বা যে কোন পণ্যের মালিকেরা প্রায়ই বুদ্ধি করে সেলিব্রিটি বা জনপ্রিয় সুপারস্টার ব্যক্তিত্বদের নিয়োগ দেন ব্র্যাণ্ড এম্বাসেদর হিসেবে। এতে সুপারস্টারদের ব্যক্তিগত কারিশমা পণ্যের বা বিজ্ঞাপনের বা ব্র্যাণ্ডের বিশ্বাসযোগ্যতা বা সোশ্যাল ভেলিডেশন এবং আবেদনের স্টেক বাড়ায় দেয়।

প্রিয় সেলিব্রেটিদের ফ্যান ফলোয়াররাও সেই ব্র্যান্ডের হিসাবখাতার লিস্টে অবদান রাখেন।

শরবতের মধ্যে হোমলি ব্যাপারটা এখনো রয়ে গ্যাছে কিছুটা হয়ত। শরবত কি কেবলই পানি, চিনি বা অন্য স্বাদমতো এবং হাতের কাছে থাকা উপকরণের চামচে নাড়ানো মিশ্রণ আর ব্লেন্ডার মেশিনজাত তরল কি কেবলই জুস? ডাজন্ট ম্যাটার হয়ত।

# ডোপামন

বাংলাদেশে রাস্তা ঘাটে চলতে ফিরতে দোকান থেকেই চুমুকেই প্রশান্তি প্রাপ্তির ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল সাপ্লাইয়ে বেভারেজদের পাশাপাশি বোতলজাত মিনারেল ওয়াটার এর বাজারও খালি চোখে বেশ ভালো। বাজারে অনেক ব্র্যাণ্ডের পানির সাপ্লাই রয়েছে। নদীমাতৃক দেশের সিলসিলা নিয়েও পানি কিনে খেতে হয় এটাই বাস্তবতা বা সায়েন্স। শহরগুলিতে যে পানি সাপ্লাই দেয়া হয় মাসিক বিল পরিশোধের পৌর চুক্তিতে সেই পানি বিনা চিন্তায় খাওয়ার মত বিশুদ্ধ না।

পানি বিশুদ্ধ করণ প্রক্রিয়া শহরাঞ্চলে একটি অবধারিত ঘটনা। রাষ্ট্র বা পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন নিজেদের কর্তব্য কৌশলে সীমিত করেছে শুধু সাপ্লায়ার হওয়ার মধ্যে। ওয়াসার বিভিন্ন আউটলেট থেকে টাকা দিয়ে জার বা বোতল ভর্তি করে পেট্রোল পাম্পগুলির মত পানি কেনা যায়। পাহাড় ও নদীর মালিক সরকার, বিনয় মজুমদার এমনটাই জানিয়েছিলেন।

অনেক রাষ্ট্রেই বাসাবাড়িতে ট্যাপের পানিই লোকেরা পান করে। গোটা দেশে না হোক অন্তত রাজধানী ঢাকায়ও এটা অলীক একটি সিনারিও যে ট্যাপের পানি বা সাপ্লাই এর পানি ফোটানো ও অন্যান্য বিশুদ্ধিকরণ বা ফিল্টারিং করা ছাড়া 'খাওয়া' যায় (দুই একটি বিশ্ববিদ্যালয় এর আবাসিক হল ছাড়া)। ওয়াসা যে ব্যর্থ এবং কেবলই মুনাফা খেকো একটি প্রতিষ্ঠান তা আর নতুন করে বলার কিছু নাই।

একটু তলায় দেখলেই বোঝা যায় কৃত্রিম হোক, কারো ইচ্ছায় হোক বা খুবই স্বাভাবিক ঘটনাই বা হয়ে থাকুক না কেন পান করবার মত পানির একটা সংকট বেঙ্গল ডেলটার আরবান হাউকাউয়ের বাজারে বেশ স্পষ্ট করেই টিকিয়ে রাখা আছে। র‍্যাঙ্গো সিনেমার কথা মনে পড়ল।

অনেক মানুষের দেশে পানির মত মৌলিক ও প্রয়োজনীয় উপাদানের সংকট মানেই ব্যবসা। যদিও ওয়াল্ড ব্যাংক, ইউনিসেফ বা বিদেশি দাতা সংস্থা, স্থানীয় এনজিওরা সরকারের সাথে নিরাপদ পানির উৎস বিষয়ক প্রকল্পে যথাযথ ভূমিকা রাখতেছেন ও এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দৌড়ে বেশ ছুটিয়া ফিরিতেছেন তা স্বত্বেও—

বাজারে বা শহরগুলিতে প্রয়োজনের সময় (যেমন—হাসপাতালে ভর্তি হইলে) পানি কিনে খাইয়াই বাঁচিয়া থাকার নূন্যতম কাজটা চালায়া যাইতে হয়।

এই রকম একটা অবস্থায় খাওয়ার পানির বা বোতলজাত পানির একটা ভাল অঙ্কের বাজার যে তৈরি হয়েছে তা আপনারা এমনিতেই জানেন ও বোঝেন। কম্পানির বোতলজাত পানির সাথে আছে হোটেল, রেস্তরাঁগুলিতে যে পানি পরিবেশন করা হয় মানে জারে ভরা পানির বাজার।

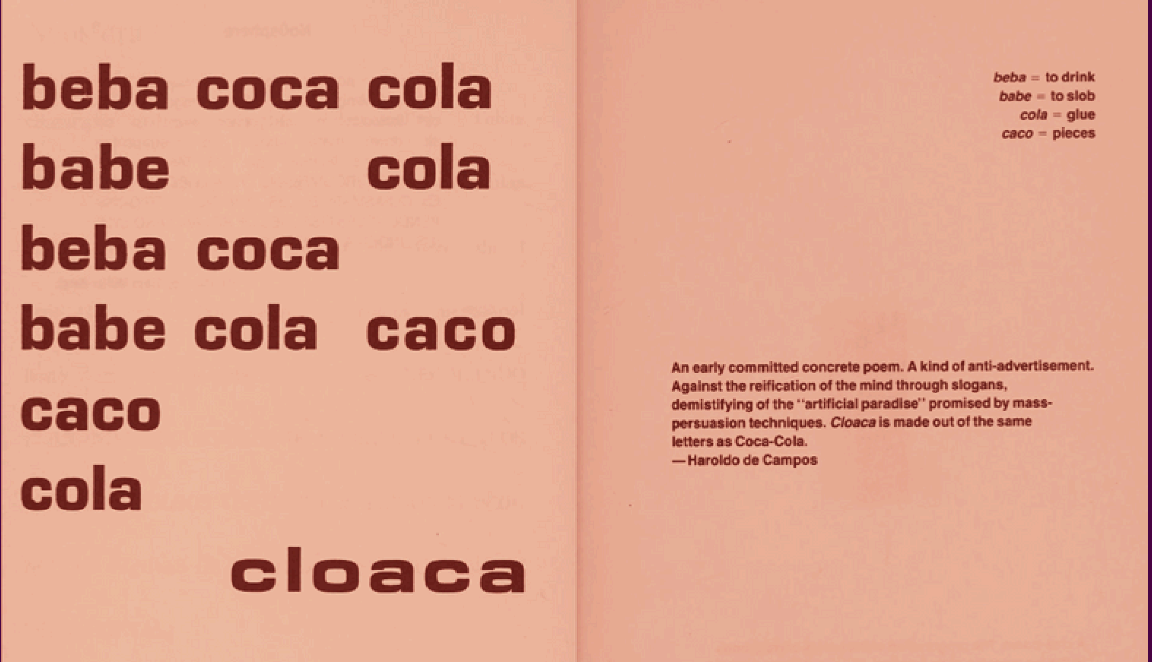

beba coca cola
babe cola
beba coca
babe cola caco
caco
cola

cloaca

*beba* = to drink
*babe* = to slob
*cola* = glue
*caco* = pieces

An early committed concrete poem. A kind of anti-advertisement. Against the reification of the mind through slogans, demistifying of the "artificial paradise" promised by mass-persuasion techniques. *Cloaca* is made out of the same letters as Coca-Cola.
—Haroldo de Campos

প্রথম লাইনে বলা হচ্ছে, কোকাকোলা পান করুন। তারপরে এখানে মূল খেলা অক্ষরগুলি নিয়ে। যা শেষ হচ্ছে ক্লোয়াকা বা মলদ্বারে গিয়ে।

138 139

বোতলজাত কোম্পানির পানির উৎস কি, তারা কি মাটির নিচ থেকে পানি উঠায় কিনা বা ওয়াসার কাছ থেকে পানি কিনে তা বোতলজাত করে কিনা, তাদের ব্যবসার পরিস্থিতি কি, বাজারের কার্ভ কোন দিকে এগুলি শুধুই তথ্য বা ডাটা উপাত্ত নয় নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের কাছ থেকে মৌলিক অধিকারের যে প্রাপ্তি এবং জীবনমান উন্নয়নের যে চুক্তি সরকারের সাথে নাগরিকদের— তার মাঝখানে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মুনাফা মেশিনের কাঁচামাল হিসেবে বিনা প্রশ্নে আমরা নিজেদের পয়সা, শ্রম, সময়কে তুলে দিচ্ছি কিনা কায়দা করে বেঁচে থাকার নিওলিবারেল মগজধোলাই মেনে নিয়ে? যেমন মেনে নিয়েছি নিশুথি সংসদকে? কারণ, বেশি কথা বললে চাকরী থাকে না কারো দেশে। জানে এবং ট্যাংকিতেও পানি থাকবে না বেশি কথা বললে।

ফলের নির্যাস বা ফ্লেভারড ড্রিংক এরও বেঁচাকেনা খারাপ না। চিনি পিতার মত এখানেও আছে। চিনিতে সম্ভবত গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ নামের উপাদান দুটি যে থাকে— তাতে শরীরের প্রত্যেকটা কোষই গ্লুকোজকে বিপাক/মেটাবলাইজ করে। আর ফ্রুক্টোজকে কেবল লিভার/যকৃত/কলিজাই বিপাক করতে পারে। চিনি মেশানো বোতলজাত পানীয়গুলিতে ভাল পরিমাণেই ফ্রুক্টোজ থাকে মনে হয়। তো ফ্রুক্টোজ থাকা এইরকম পানীয় বেশি করে গিলে ফেললে, লিভারে চাপটা একটু বেশি পড়ে এবং জমা পড়া অতিরিক্ত ফ্রুক্টোজ ফ্যাট হয়ে জমা হয়। সেই ফ্রুক্টোজের কিছু অংশ ফ্যাট পরে রক্তের triglycerides হয়ে বের হয়। আর বাকিটা লিভারের গায়েই জমা থাকে। সময় গড়াইলে তা থেকে ননএলকোহোলিক ফ্যাটি লিভার রোগবালাই এর সুত্রপাত ঘটে। যেইটা খ্রাপ আরকি।
আর বড় ভাই ক্যাফেইন মেটাবলিজম ও শরীরে স্পৃহা বাড়ায় খাটাখাটনির জন্য। এর সাথে সাথে আমাদের সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এর উদ্দীপনাও বাড়ায় দেয়। যেইটা সাময়িক ভাবে শরীরে একটা চাঙ্গা ভাব তৈয়ার করে এবং আস্তে আস্তে এর প্রভাব যখন কমে যায় তখন ক্লান্তি লাগাটা শারীরিক—যে কোন নেশাপাতি মতই।

কিন্তু ক্যাফেইন এর মধ্যে যেহেতু এডিক্টিভ গুণাগুণ নিহিত আছে তাই এর নেতিবাচকতা যেমন ব্লাড প্রেসার বাইড়া যাওয়া, মাথাব্যাথা, ঘুমের সমস্যা এগুলিও সাথে আছে।।

বাচ্চা বয়েসীদের নিয়ে করা একটি গবেষণায় অতিরিক্ত ক্যাফেইন গেলার সাথে এঞ্জাইটি এবং ডিপ্রেশন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে এরকমটা পাওয়া গেছে। আর গর্ভকালীন সময়ে ক্যাফেইন ইনটেক কমানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন সম্মানিত ডাক্তারা কারণ মিছকারেজ এবং জন্মের সময় বাচ্চার ওজন কম থাকার মত বিষয়ের সাথেও ক্যাফেইন এর যোগসাজশ পাওয়া গিয়েছে।।

গবেষক প্রাজ্ঞিতরা বলছেন, প্রাপ্ত বয়স্কদের দিনে ৪০০ মিলিগ্রামের মত ক্যাফেইন ইনটেক ইজ ওকে। তবে উনাদের পরামর্শ হচ্ছে নানান শারীরিক ও মানসিক ঝুঁকি এড়াতে ২০০ মিলিগ্রামের মধ্যেই থাকা। আর এইসব তরলের সাথে মেশানো চিনি যে ক্যালরি ইনটেক বাড়ায় তা শরীর সচেতনতার স্কেলিং এর কারণে এখন প্রায় সবই জানেন আপনারা।

নাফিস সবুর ২০২৫

চিঠি

## কলম্বিয়ায় বোতল মহাজন

লাতিন আমেরিকার দেশ কলম্বিয়াতে কোকের কোম্পানিগিরির আরেক নিদর্শন নিয়ে দুই লাইন। ঘটনাটা বা বিতর্কটি: কোকা-কোলার কলম্বিয়াতে বসানো বোতলজাতকরণ প্ল্যান্টে যে শ্রমিকেরা কাজ করতেন ও ঐখানকার ট্রেড ইউনিয়ন এর বিরুদ্ধে কোকের সহিংসতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ।

কলম্বিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বুকারামাঙ্গা নামের এক শিল্পনগরীতে কোকা-কোলার যে বোতলজাত প্ল্যান্ট ছিল ঐখানকার ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিকরা অভিযোগ ছিল যে, তাদের কিছু দাবি দাওয়া ও ইউনিয়নের সাংগঠনিক কার্যকলাপের কারণে তারা কোকের স্থানীয় মহাজনদের থেকে হুমকি, হয়রানি এবং সহিংসতার সম্মুখীন হইছিলেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন ইউনিয়ন নেতাকে হত্যার অভিযোগও রয়েছে কোকের স্থানীয় মহাজনদের বিরুদ্ধে।উনাদের আরও অভিযোগ, কলম্বিয়ার কিছু আধাসামরিক প্যারামিলিটারি বাহিনী ঐ দমন, নিপীড়ন ও সহিংসতার সাথে জড়িত ছিল। সংশ্লিষ্ট শ্রমিক পক্ষের সুস্পষ্ট অভিযোগ ছিল যে, প্যারামিলিটারি ট্রেড ইউনিয়নের কার্যকলাপ দমন করার জন্য কোকা-কোলা বা প্ল্যান্টের হয়ে কাজ করত।

COLOMBIA REPORTS

## Coca Cola facing terrorism support charges in Colombia

by Adriaan Alsema | Aug 30, 2016

পরে কিছু মানবাধিকার সংস্থা ট্রেড ইউনিয়ন এবং প্ল্যান্টের কর্মীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তের আহ্বান জানিয়ে প্রচার প্রচারণা শুরু করলে ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক মহলের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যারা শ্রমিকদের অধিকার ও আইনী বিষয়গুলি নিয়ে পেশাগত কাজ করে তারা কোক FEMSA (Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V) কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত বলে অভিযুক্ত করছিল।
তবে কোকা-কোলা অস্বীকার করছে যে তারা কোনো অন্যায় কাজের সাথে জড়িত ছিল এবং বলছে যে, তারা মানবাধিকার এবং শ্রম সম্পর্কিত যে কোন সমস্যাকে সবসময় গুরুত্ব সহকারে নেয়। বোতলের প্ল্যান্টে কাজ করা কর্মী বা শ্রমিকদের 'স্বাধীন সত্তা' হিসেবে উল্লেখ করে কোক বলছিল যে, কোক কখনোই কর্মী বা শ্রমিকদের কোন কাজ কাম জবরদস্তি করে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে না।

পরে কলম্বিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুনো জায়গা থেকেই আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হইছিল। কোকা-কোলা এবং এর কলম্বিয়ান বোতল-মহাজনদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় এবং তাদের অভিযুক্ত করা এই সাপেক্ষে যে, তারা ট্রেড ইউনিয়ন এর বিরুদ্ধে সহিংসতার জন্য দায়ী। এর মধ্যে কিছু অভিযোগ আইনি প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি হইছিল আর বাকি গুলি বছরের পর বছর ধরে চলমান।

Multinational beverage producer Coca Cola is one of more than 50 companies that will be charged with financing the now-defunct Colombian paramilitary AUC group, a designated terrorist organization.

Several courts will reportedly forward evidence of the involvement of the companies in financing the AUC, which killed many dozens of labor rights defenders during its existence between 1997 and 2006, to a transitional justice tribunal.

স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা বা বিতর্কটি কোকা-কোলার বিশ্বব্যাপি যে খ্যাতি তার উপর একটা সাময়িক কিন্তু উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলছিল। কর্পোরেটদের সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং মানবাধিকারের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সচেতন মহল আন্তর্জাতক উদ্বেগ প্রকাশ করছিল। যদিও কেউ কেউ
যুক্তি দেন যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য কোকা-কোলাকে আরও শক্তভাবে দায়বদ্ধ করা উচিত ছিল আবার অনেকে মনে করে যে, লোকালি বোতলজাত করার জন্য ব্যবসায়ী পার্টনার মহাজনদের কীর্তিকলাপের জন্য কোম্পানিকে দায়ী করা উচিত না। তবে কলম্বিয়ার ঘটনাটা শ্রম অধিকার এবং আঞ্চলিক রাজনীতির জটিল ও চিকন সমীকরণের সাথে বহুজাতিক কম্পানিগুলার সম্পর্ক কেমন বা এরা কিভাবে একসাথে একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে এর একটা ভাল টেক্সটবুক উদাহরণ হয়ত।

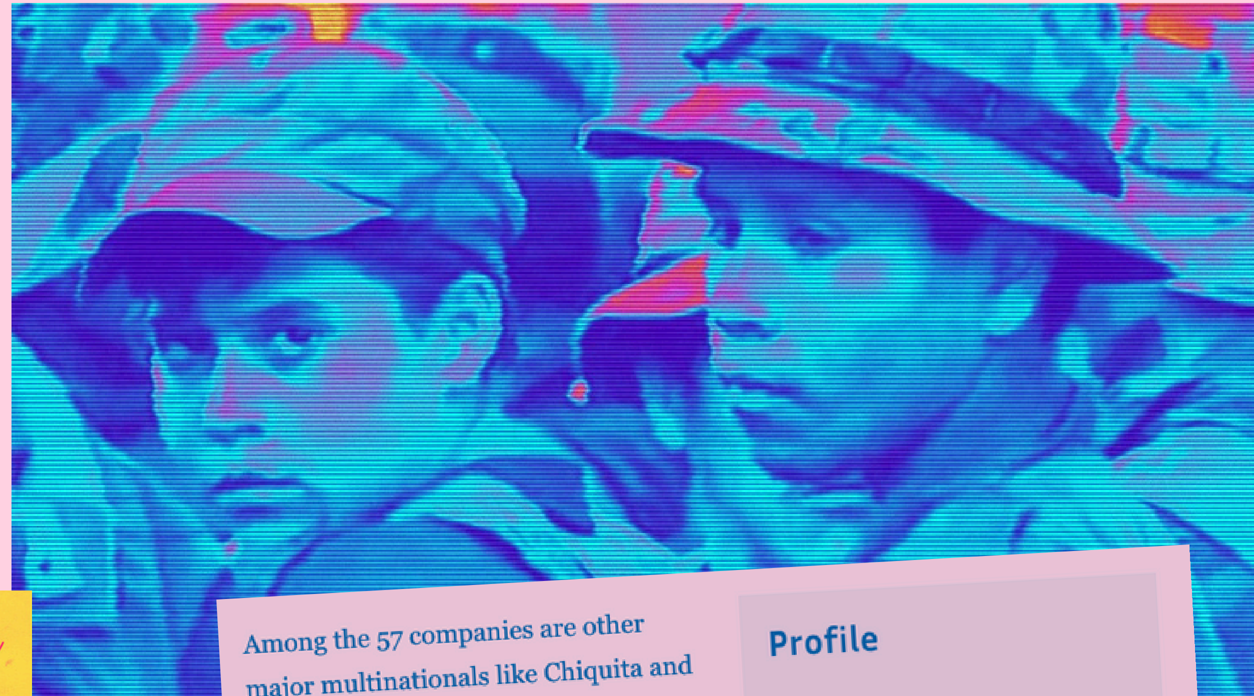

Among the 57 companies are other major multinationals like Chiquita and Drummond.

**Profile**

AUC

Colombia's state-run oil company Ecopetrol, the country's largest soft-drink producer Postobon and the country's largest cement company, Cementos Argos are also among the suspected terrorism supporters.

The companies are among a list of 120 companies named by demobilized paramilitaries as financiers of the AUC, which committed more than 130 massacres and displaced millions.

During the Colombian state's 52 years of armed conflict with leftist guerrillas, thousands of Colombian businesses and businessmen were extorted by either the guerrillas or their adversaries, far-right paramilitary groups like the AUC.

# কোচাবাম্বার লড়াই

আর্লি ২০০০এ বলিভিয়ার কোচাবাম্বাতে একটা ঐতিহাসিক গণআন্দোলন হইছিল পরিবেশ-প্রাণ-প্রকৃতি জনিত হক আদায় বিষয় আশয় নিয়ে।
মাল্টিন্যাশনাল কর্পরেশনগুলি যেমন- Bechtel কোচাবাম্বার পানি সরবারহ বিষয়টাকে প্রাইভেটাইজেশন করতে চাইছিল।।
এইট নিয়েই ঐখানকার স্থানীয় লোক সমাজ হেভি একটা ফাইট দিয়া নিজেদের হক আদায় করছিলেন। উনাদের স্যালুট।

PRIVATIZATION IN THE AMERICAS

## BOLIVIA: THE WATER WAR WIDENS

*Cochabamba riot police near graffiti: "The water belongs to the people!"*

এর পেছনের ইতিহাস হচ্ছে-৯০ দশকের শেষের দিক থেকেই বলিভিয়ার সরকার বিশ্বব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলির চাপের মুখে পানি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পরিষেবাগুলিকে বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে।
বলিভিয়ার সরকার আগুয়াস দেল টুনারি নামে পরিচিত একটি কনসোর্টিয়াম সংস্থার সাথে কোচাবাম্বায় পানির সাপ্লাই বেসরকারীকরণ এর নিয়তে একটা চুক্তি করে করে, যার মধ্যে মার্কিন ইঞ্জিনিয়ারিং, কন্সট্রাকশন ও প্রজেক্ট মেনেজমেন্ট ফার্ম Bechtel অন্যতম।
অবধরিতভাবেই বেসরকারীকরণের পরে কোচাবাম্বাতে পানির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায় যা ঐখানকার অনেক বাসিন্দাদের জন্য একটা জুলুম হয়ে গ্যাছিল। তো এরপর ২০০০ সালের প্রথম দিকে কোচাবাম্বাতে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। স্থানীয় লোকজন, শ্রমিক সংগঠন এবং আদিবাসী গোষ্ঠী মোটামটি সবাই এক সাথে রাস্তায় নামছিলেন সকারের এই পানির সাপ্লাই বেসরকারীকরণ এর বিরুদ্ধে এবং আগুয়াস দেল টুনারিকে বহিষ্কারের দাবিতে।
আন্দলন সামাল দিতে না পাইরা বলিভিয়ার সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে এবং বিক্ষোভ দমন করতে স্বভাবিকভাবেই শক্তি প্রয়োগ করে। যার ফলাফল আরও বিরাট সংঘর্ষ এবং হতাহতের ঘটনা।
সরকারের মব কন্ট্রোল ও রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রয়োগ সত্ত্বেও কোচাবাম্বার পানির জন্য গণমানুষের এই যুদ্ধ পুরা দেশের তো অবশ্যই এবং আন্তর্জাতিক সমাজের সমর্থনও লাভ করে দ্রুত।
পরে সরকার বিক্ষোভকারীদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে। পানি বেসরকারিকরণ চুক্তিও বাতিল করে এবং জনসাধারণের কাছে তাদের পানি সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে দেয়। চিয়ার্স।

না.স.২০২৩

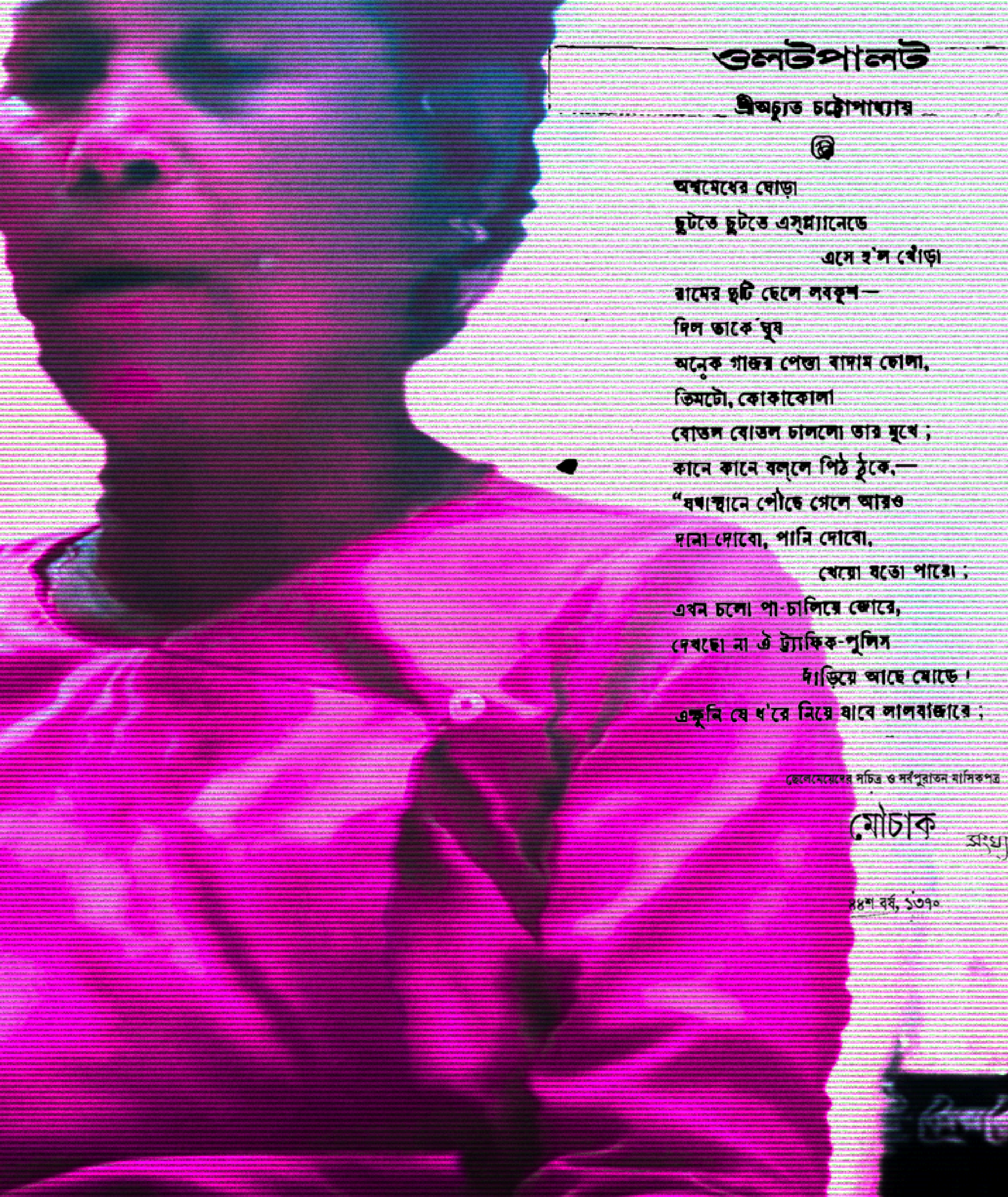

ওলটপালট

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

অশ্বমেধের ঘোড়া
ছুটতে ছুটতে এস্‌প্ল্যানেডে
এসে হ'ল খোঁড়া।
রামের দুটি ছেলে লবকুশ—
দিল তাকে ঘুষ
অনেক গাজর পেস্তা বাদাম ছোলা,
তিমটো, কোকাকোলা
বোতল বোতল ঢাললো তার মুখে ;
কানে কানে বল্‌লে পিঠ ঠুকে,—
"যথাস্থানে পৌঁছে গেলে আরও
দানা দোবো, পানি দোবো,
খেয়ো যতো পারো ;
এখন চলো পা-চালিয়ে জোরে,
দেখছো না ঐ ট্র্যাফিক-পুলিস
দাঁড়িয়ে আছে মোড়ে !
এক্ষুনি যে ধ'রে নিয়ে যাবে লালবাজারে ;

ছেলেমেয়েদের সচিত্র ও সর্বপুরাতন মাসিকপত্র

মৌচাক

৪৪শ বর্ষ, ১৩৭০

## প্লাচিমাডা প্রতিরোধ

কোকা-কোলা কোম্পানি ২০০০ সালে ভারত রাষ্ট্রের কেরালার প্লাচিমাডায় একটা প্ল্যান্ট বসায়, যার প্রোডাকশনের জন্য মাটির নিচ থেকে প্রচুর পরিমাণ পানি তোলার দরকার হইত এণ্ড ঐটার জন্য যা যা সরকারি অনুমতি দরকার তা ম্যানেজ করা এত বড় গ্লোবাল একটা কোম্পানির জন্য তেমন কোন বিষয় না।

প্ল্যান্ট বসানোর কিছুদিন পর থেকে ঐ এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা খেয়াল করতে শুরু করলেন যে, তাদের বাসাবাড়ির পানির সাপ্লাইয়ে ঝামেলা হইতেছে, এলাকার কূয়াগুলা শুকায় যাওয়ার উপক্রম আর পানিতে দূষণ।

এই ঘটনার অনেকগুলি প্রভাবের মধ্যে দুইটা উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব হচ্ছে ওয়াটার ডিপ্লেশন এবং পানি দূষণ। কোকাকোলা প্রচুর পরিমাণে পানি মাটির নিচ থেকে ধুমায়া তোলা শুরু করছিল। এতে স্থানীয় মানুষজন ঐখানকার যেসব জায়গা থেকে পানি সংগ্রহ করত বা ব্যবহার করত সংগত কারণেই ঐ উৎসগুলার পানিও কমতে শুরু করছিল। এতে খাবার পানি এবং কৃষিকাজের জন্য যে প্রয়োজনীয় পানির যোগান লাগে এই সব কিছু একটা বেকায়দা পরিস্থিতির মুখোমুখি দাড়ায় গ্যাছিল।

স্থানীয়দের আরেকটা অভিযোগ ছিল কোকাকোলার প্ল্যান্ট থেকে যে সব ওয়েস্টেজ বা উৎপাদন সম্পর্কিত আবর্জনা বের হইত এবং সেগুলির মধ্যে উপস্থিত ক্ষতিকর উপাদান এবং ধাতব পদার্থের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে তা স্থানীয় পরিবেশ প্রকৃতি এবং গণস্বাস্থ্যের দূষণ ঘটাইতেছিল।

তো কোকাকোলার এই কোম্পানিগিরির বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষজন, কৃষক সমাজ, এক্টিভিস্ট উনারা একটা সময়ের পর আন্দোলন প্রটেস্ট করতে বাধ্য হইছিলেন। উনাদের কিছু দাবি দাওয়া ছিল। যেমন- প্ল্যান্ট সাটডাউন করতে হবে, কোকাকোলা স্থানীয় পরিবেশ পরিস্থিতির যে ডেমেজ করছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এরকম।

বিষয়টা পরে অবধারিত ভাবে আরও গুরুতর আকার পাইছিল যখন আইনি কাঠামোর মধ্যে ঢুকে যেতে হইছিল ব্যাপারটা মিটমাট করার জন্য। কেরালার রাজ্য সরকার ২০০৪ এ এই প্ল্যান্ট বন্ধ করার ব্যাপারে হুকুম জারি করে। কোকাকোলা আবার কোর্টের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করায় পুরা ব্যাপারটা একটা লম্বা সময়ের আইনি প্রক্রিয়ার সিলসিলায় গিয়ে ঠেকে।

একটা সময়ে ভারত এণ্ড আন্তর্জাতিক দরদী সমাজ ও মিডিয়ার নজর কারতে সক্ষম হয় প্লাচিমাডার স্থানীয়দের এই রেজিস্টেন্স। মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি যেভাবে দুনিয়ার নানা আনাচে কানাচে প্রাকৃতিক সম্পদের এক্সপ্লয়টেশন করে এর বিরুদ্ধে একেবারে আম পাবলিকের এই সোচ্চার প্রতিরোধ গ্রাছরুট রেজিস্টেনসের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গ্যাছে এতদিনে। অনেক বছর ধরে মামলা মোকাদ্দমা চলার পর এবং স্থানীয়দের লাগাতার ঐক্যবদ্ধ মিছিল মিটিং এর ফলস্বরূপ ২০১৬ তে কোকাকোলা ঐখান থেকে তাদের তল্পিতল্পা গুটায়ে সটকে পরে।

না.স.২০২৩

কর্পোরেট লালসার মুখোমুখি হয়ে কিভাবে গ্রাছরুট একটিভিজমের মারফতে ইনভায়রনমেন্টাল জাস্টিজ আদায় করে নিতে হয় তার আজীবনের নিদর্শন কেরালার স্থানীয় আম পাবলিকের এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ বা এক কথায় নিওলিবারেল ইম্পেরিয়াল জামানার একটা গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামী রেফারেন্স যা প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার যে কোন গণসংগ্রাম বা এক্টিভিজমকে জায়গা মত অনুপ্রেরণা জোগায়।

## বম্বে কোলা ওয়ার

ইণ্ডিয়ায় কোক এবং পেপসির মধ্যে অনেক দিনের চলমান দ্বৈরথ যা পরচিতি পাইছে বম্বে কোলা ওয়ার নামে।

এইটা কোমল পানীয়ের ইতিহাসে আরেকটা মুখরোচক অধ্যায়। এর শুরুটা আশির দশকের শেষের দিক যখন পেপসি ইণ্ডিয়ার বাজারে ঢুকে গ্যাছে পুরা দমে। কিছু রেগুলেটরি বিষয় আশয়ের জন্য কোক ১৯৭৭ এ ভারতের বাজারে বেচাবিক্রি থামায় দেয়। পরে ১৯৯৩ এর দিকে আবার ব্যাক করে। এরপরই কোলা ওয়ার।

তবে ৭০ এর দশকের পুরোটা এবং ৮০ দশক পর্যন্ত ইণ্ডিয়ার কোমল পানীয়ের বাজারের পুরা লাগামটা ছিল স্থানীয় ব্র্যাণ্ড ক্যাম্পা কোলার হাতে আর ক্যাম্পা কোলার মালিক হচ্ছে ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী রিয়ালেন্স গ্রুপ। কোক আর পেপসির আগ্রাসী মার্কেটিং ও বাজার দখলের খেলায় ক্যাম্পা কোলা তার জায়গা হারায়ে ফেলে।

তো কোক পেপসি দুনো কম্পানিই ইন্ডিয়ায় মার্কেটিং আর বিজ্ঞাপনে বহুত পয়সা ঢালে ঐ সময়টায়। বলিউড সেলিব্রেটি, ক্রিকেটারদের ব্র্যাণ্ড এম্বাসেডর বানানোর খেলাটাও বেশ ভালোই জমে উঠেছিল তখন। স্বাদ এবং দামের কোটা থেকে এই রেশারশি ব্র্যাণ্ডিং এবং বিজ্ঞাপন স্ট্র্যাটেজির দিকে বেশি ঝুঁকে পরে।

পেপসির 'এই দিল মাঙ্গে মোর' ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ায় আইকনিক ট্যাগ লাইন হিসেবে ছড়ায় পরে। কোক এর পাল্টা জবাব দেয় 'ঠাণ্ডা মাতলাব কোকাকোলা' দিয়ে। এটাও বেশ জনপ্রিয় হয়। এরপর এই দুই কোলা জায়ান্ট ইণ্ডিয়ার বাজার নিয়ন্ত্রণে দাম নিয়ে আগ্রাসি এবং পাল্টাপাল্টি চাল চালা শুরু করে।

দক্ষিণ এশিয়ার নাইনটিজ কিডসরা এই সব মার্কেটিং এর মাসুম কনজিউমার।

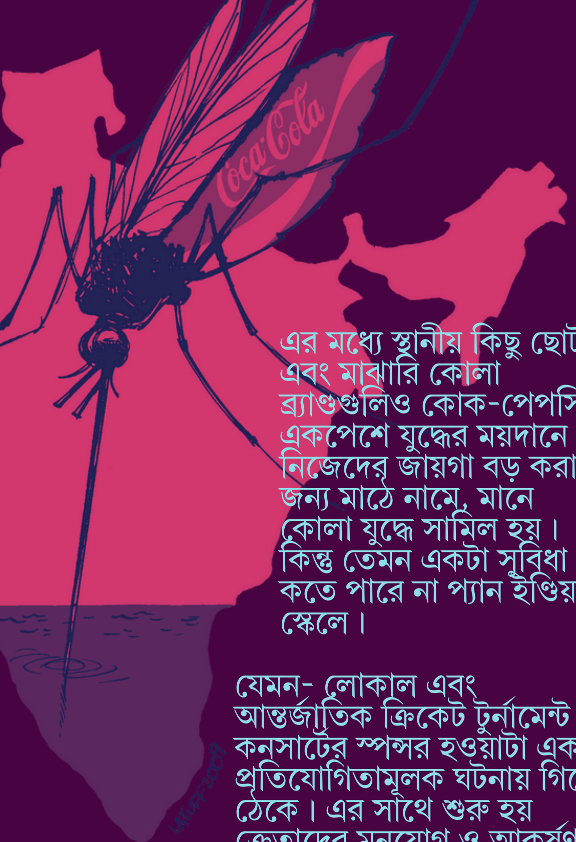

এর মধ্যে স্থানীয় কিছু ছোট এবং মাঝারি কোলা ব্র্যান্ডগুলিও কোক-পেপসির একপেশে যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের জায়গা বড় করার জন্য মাঠে নামে, মানে কোলা যুদ্ধে সামিল হয়। কিন্তু তেমন একটা সুবিধা কতে পারে না প্যান ইণ্ডিয়ার স্কেলে।

যেমন- লোকাল এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বা কনসার্টের স্পন্সর হওয়াটা একটা প্রতিযোগিতামূলক ঘটনায় গিয়ে ঠেকে। এর সাথে শুরু হয় ক্রেতাদের মনযোগ ও আকর্ষণ ধরে রাখতে বুদ্ধিদীপ্ত প্রচারণা এবং মার্কেটিং কলাকৌশল প্রয়োগ।

কোক বাজারে বৈচিত্র আনতে লিমকা এবং মাজা নামে নতুন দুইটা বেভারেজ প্রোডাক্ট চালু করে। আর পেপসি আনে মিরিণ্ডা আর স্লাইছ। এরপর বাজারের দখল ধরে রাখতে এরা ডিসট্রিবিউশন নেটওয়ার্কগুলিকে যার যার কবজায় আনার চেষ্টা করে। মুদি দোকানগুলার তাকের সামনের দিকে কোক থাকবে না পেপসি এইটা নিয়েও একপ্রস্থ ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলছে বেশ অনেক দিন। বোতলের সাইজ, প্যাকেজিং এইসবে কে কত ভিন্ন আর ইউনিক হতে পারে এগুলি তো ছিলই। বিজ্ঞাপন পাল্টা বিজ্ঞাপন এসব নিয়ে দুই কম্পানি আদালত পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করতে পিছপা হয় নাই।

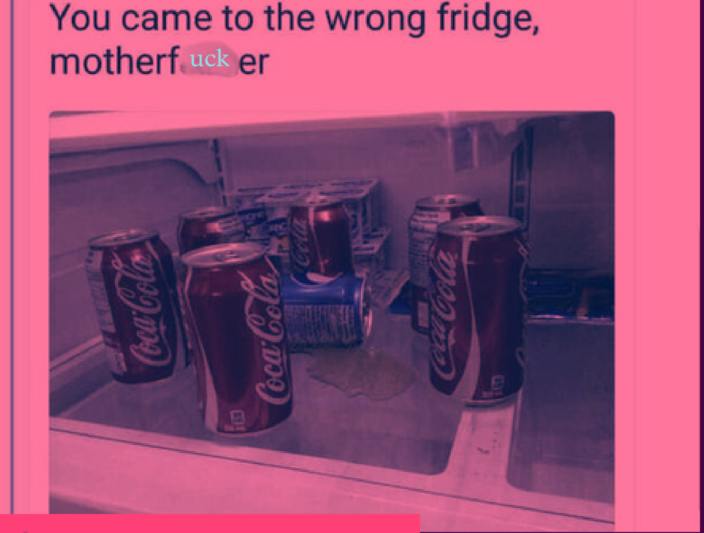


এতে কোলা ওয়্যার বেভারেজ প্রডাক্টের গণ্ডি থেকে বের হয়ে জুস, মিনারেল ওয়াটার মানে বোতলজাত সব ধরণের ফিজি ড্রিংকছ এই হুলস্থুলের ভেতর যার যার মার্কেট শেয়ার বাড়ানোর ধান্দায় ঠুকে পরে। মার্কেট শেয়ার দখল এর সাথে কম্পানিগুলির আরেকটা চ্যালেঞ্জ ছিল কনজিওমারদের মাইণ্ড এর শেয়ারে প্রভাব বিস্তার করা। বিশেষ করে ইয়ুথদের। কারণ বেভারেজ ড্রিংকস এর সিংহভাগ ভোক্তাই হচ্ছে শিশু কিশোর তরুণরা। তাই তারুণ্য যেদিকে কম্পানিগুলি ঐসব খাতে বিশেষ করে স্পন্সর এবং বিজ্ঞাপনে হুলস্থুল পয়সা ঢালা শুরু করে।

## ঠাণ্ডা মতলব

অবি সরকার

ঠাণ্ডা মতলব কোকা কোলা
ঠাণ্ডা মানে খুন
ঠাণ্ডা মতলব ওম শান্তি
বুক ভরা আগুন।
ঠাণ্ডা মতলব শিশুর রক্ত
হাজার মায়ের নাশ
ঠাণ্ডা মানে তোমার আমার
মুক্তির উল্লাস।
ঠাণ্ডা মতলব মুক্তিদাতা
স্বাধীনতার পাণ্ডা
ঠাণ্ডা মানে পায়ের বেড়ি
রক্তমাখা ডাণ্ডা।
ঠাণ্ডা মানে ইউফ্রেটিস
আগুন জ্বালা নদী
ঠাণ্ডা মানে বুকের আগুন
জ্বলবে নিরবধি।

পাকা ছড়াকারের হাতের পাকা ছড়া।

কোক পেপসি এগুলির আবশ্যক মৌলিক কাঁচামাল হচ্ছে পানি। পানির উৎস বা মাটির নীচ থেকে পানি উঠানো বিষয়ে দুই কম্পানির কার্যক্রমই ইনভায়রনমেন্টাল কনসার্ন তৈরি করে সচেতন মহলে এবং দুনো কম্পানির বিরুদ্ধেই বয়কটের ডাক দেন অনেকে। বেভারেজের ভোক্তা শ্রেণীর চিন্তা চেতনা জীবন যাপন এবং প্রেফারেন্স এর মধ্যে যে একটা পরিবর্তন ঘটতেছিল সে সময় তার একটাপ্রভাব হয়ত এই সচেতন মুভমেন্টগুলি। একটা বিরাট সংখ্যক স্বাস্থ্যসচেতন কনজিওমাররা তখন আরও বেটার অল্টারনেটিভ খুঁজতেছিল। বাজারের এই শূন্যস্থানকে কোক পেপসি দুনো কম্পানিই তাদের পোর্টফলিওতে বৈচিত্র আনার সুযোগ হিসেবে কজে লাগায়। কোকাকোলা তখন লোকাল ব্র্যাণ্ড থাম্বস আপ এবং কিনলেকে কিনে নেয়। পেপসি ট্রপিকানা নামে তাদের ভাষায় স্বাস্থ্যকর একটা পানীয় বাজারে আনে।

কোলা ওয়্যারের উত্তাপ এইবার স্ন্যাকস ইন্ড্রাস্টিতৈও ঢু মারে। কোক মিনিট মেইড জুস নামে নতুন কায়দার কিছু পণ্য বাজারে ছাড়ে আর অন্য দিকে পেপসি লেইছ এবং কুড়কুড়ে নামে ইণ্ডিয়ার চিপসের মার্কেটে নতুন দুইটা ব্র্যাণ্ড নিয়ে আসে।

এইভাবে বোম্বে কোলা ওয়্যার অর্থ্যাৎ কোক পেপসির মত বড় পুঁজির বহুজাতিক কম্পানিগুলির স্থানীয় কোমল পানীয় বাজার দখলের দ্বৈরথ কয়েক দশকের মধ্যে কিভাবে বিপনন, ব্র্যাণ্ডিং, শেয়ার মার্কেট, বিজ্ঞাপন বিচিত্রা, গণ যোগাযোগ, কাস্টমার একুজিশন, প্রোডক্ট লোকালাইজেশন এর নানান কর্পোরেট ধান্দা ও (এবং অনেক দিন ধরে কিভাবে বাজারে টিকে থাকতে হয়) কলাকৌশলের মাধ্যমে গ্লোবাল স্কেলের অকল্পনীয় পুঁজি তৈরি করে এবং খোলা বাজারে রিয়েল ম্যাজিক দেখায় তার এক অপূর্ব নিদর্শন তৈরি করেছে।

# দি ইউনাইটেড ফ্রুট কম্পানি

পাবলো নেরুদা

যখন বেজে ওঠে শিঙাধ্বনি
এ পৃথিবীর সবকিছুই তখন মনে হয় প্রস্তুত।
ঈশ্বর পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে পাঠিয়ে দিলেন
কোকা কোলা, আনাকোন্দা
ফোর্ড মোটর আর অন্য সব কম্পানির নামে :
ইউনাইটেড ফ্রুট কম্পানি
নিজের জন্যে সুসংরক্ষিত করে রেখেছে সবচেয়ে উর্বর আমার স্বদেশভূমির
মধ্য সমুদ্রতট,
আমেরিকার অনন্ত তনু।
এই অঞ্চলগুলোর নাম রাখা হয়েছে
'ব্যানানা রিপাবলিক'
এবং যারা মুক্তি, স্বাধীনতা আর রক্ত-নিশানকে বয়ে এনেছে
সেইসব অক্লান্ত নায়ক, ঘুমন্ত মৃতদেহের ওপর
গড়ে তোলা হয়েছে প্রহসনের পালা :
স্বাধীনতাকে পায়ের নিচে লুটিয়ে
উপহার দেওয়া হয়েছে সীজারের রত্নমুকুট,
ছড়ানো হয়েছে নগ্ন বিদ্বেষ,
প্রলুব্ধ করা হয়েছে মাছিদের একনায়কতন্ত্র—
ট্রুজিলো মাছি,
তাকো মাছি,
ক্যারিয়াস মাছি,
মার্তিনেজ মাছি,
উবিকো মাছি,
বিনীত রক্তের সোঁদা মাছি,
মারম্যালেডে তৈরি আবর্জনার মাছি,
কবরখানার আশেপাশে ভনভনে মাতাল মাছি,
সার্কাস মাছি,
নিপুণ স্বেচ্ছাচারিতায় রপ্ত বিজ্ঞ মাছি।

Copyright, Underwood & Underwood
A great banana plantation near Port Limon, Costa Rica

রক্তচোষা মাছিদের মাঝে
নোঙর ফেলে ইউনাইটেড ফ্রুট কম্পানির জাহাজ,
অতল গহ্বর পূর্ণ করে নিয়ে যায়
কফি আর ফল
আমাদের নিমজ্জিত ভূখণ্ডের যাকিছু অনন্য সম্পদ।

এদিকে রেড ইন্ডিয়ান শ্রমিকরা
বন্দরে চিনির গর্তে ডুবে যায়
ভোরের কুয়াশা জড়িয়ে প্রস্তুত হয় কবরখানার জন্যে :



গড়িয়ে যাচ্ছে একটা নিষ্প্রাণ মৃত দেহ
নামহীন জড়পিণ্ডের মতো
ওপড়ানো সাইফার
কিংবা আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলা
একগুচ্ছ মৃত নষ্ট ফলের মতো।

অনুবাদক : অসিত সরকার

One of the widespread myths about rats is that placing a bowl of coke before them will seduce them into tasting it, and it in turn, will kill them. This is not true. Rats cannot belch or vomit. They don't have the stomach for it. For rats to do these, they need to have fundamentally different formulations of anatomy, physiology and neurology.

## coke n rat

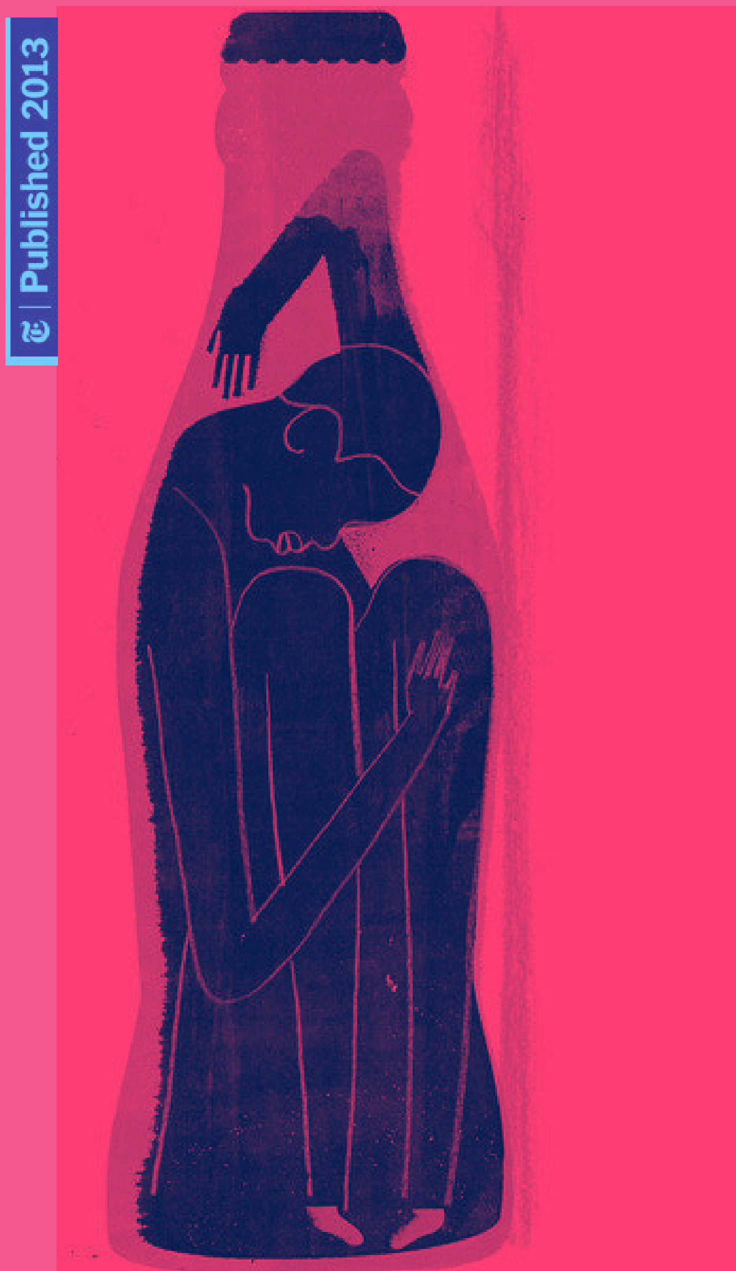


In fact, such is the spread of the myth that Mythbusters dedicated an entire episode about it in 2003. The hosts of the show tested this claim by giving access to both water and soda to the rats. The small creatures showed no ill effects. The hosts, accompanied by a few professional analysts, concluded that the amount of carbonated sugar is not enough to cause fatal build up of gas. The rats either absorb it or pass it through some other methods.

A decade and a half later, a man in South Dakota sued the Coca-Cola Company for $2026 as well as general damages. He bought a 16 ounce can from the gas station. 16 ounces was the standard size of cans available in America, up until the introduction of a 'mini-can' in 2009. The man had almost finished the drink when he felt something solid touch his lips. He gagged, and upon immediate inspection, he found a decomposed rat.

Following this, the man claimed that he became ill with diarrhea and abdominal pain and as a result missed sixty hours of work and incurred $1000 dollars in medical bills.

The Coca-Cola Company disputed this claim. They argued that if the rat had been in the can when it was bottled, its body would have gone through a much more advanced stage of decomposition. The six weeks that had passed, between when the drink was bottled in a plant, and when the man opened it, would have rendered the rat as a gooey paste.

This is all the information I could find about this case. Who won, who lost, answers to these questions don't exist. Cases such as this, the internet warns me, are usually settled privately.

In college I had a friend with whom I would often bunk classes. One day we went over to a building complex we referred to as Domino. Domino was a real-estate company that acquired that piece of land and constructed a tall building. (Was it tall? I can no longer remember.)

My friend betted us that he could chug an entire two liter bottle of coke. We thought he was telling a tall tale—moja nicchey, like he often did. This part I made up. I no longer recall the details of my friend and the particulars of his presence in the world.

We challenged him; he wanted to prove himself. So we bought a bottle of coke from the nearby store (is it still there?) of Domino, pulling together the little amount of money that was left after a day full of shenanigans. He twisted off the cap of the bottle on the spot, as soon as it was handed to him, then he tilted his head, and took it near his open mouth, and in almost monastic devotion, began pouring the drink down, straight to his throat.

This unthinkable spectacle was taking place before my eyes. I stared at it in delight and awe. It didn't seem like he would stop, but he did. He put down the bottle for a brief second, belched loudly, and started drinking again. This process went on for a couple of minutes. And then it ended. The fat bottle was empty; every drop of coke had been gulped down. A secular miracle, I thought, in the middle of an inconsequential day! I remember feeling a surge of pride, the kind one feels when they see a child walk for the first time, or when they realize the strange sound they are hearing in the house in the middle of the night is just the noise of life.

We eventually lost touch. A couple of weeks ago he broke through the tyranny of algorithm on my Facebook. He announced to everyone that he's starting a PhD in Upstate New York.

فقیر رومی

Minhaz Muhammad Mufle Uddin Fakir Rumee, 2025

শনিবারের
বিকালে

নিগ্রো
এরস্কিন্ কল্ডওয়েল

আমেরিকান লেখক এরস্কিন ক্যাল্ডওয়েল–এর "Saturday Afternoon" নামক ক্ষুদ্রগল্পে দক্ষিণী জীবনের নির্মম দৈনন্দিনতা প্রতিভাত। কসাইখানার পশুহত্যার পাশেই নিগ্রো-লিঞ্চন যেন স্বাভাবিক বাজারঘাটার ঘটনা।

ছায়া অনুবাদ।

টম ডেনি ছিল শহরটির একমাত্র কসাই। তার দোকানে পা রাখলেই পচা মাংস আর পুরোনো রক্তের গন্ধে শ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়। মাছি ভনভন করে ঘুরে বেড়াত—যতবারই ঝাড়ো না কেন, আবার ফিরে আসত। লোকজন মাংস কিনতে এলেই নাকে হাত চেপে বলত, "টম, এখানে তো মনে হয় কেউ মরেছে!"
কিন্তু তবু সবাই একমাত্র কসাই টমের মাংসই খেত—কারণ শহরে আর কোনো কসাই ছিল না। গরু, শূকর, বাছুর—যা চাইবে, টম সেই মাংসই ব্লক থেকে কেটে দিত।
গরম দুপুরে টম অভ্যেস মতো একখানা ঠাণ্ডা রাম্প-স্টেক মাথার নিচে রেখে মাংসের ব্লকে গা এলিয়ে ঘুম দিল। জুতা খুলে আঙুল নাড়াচাড়া করল। পকেট থেকে তামাক চিবিয়ে থুথু ফেলল মেঝেতে। মাছি তার মুখে নাকের উপর বসে টিপটিপ কামড়াচ্ছিল, হাত নেড়ে সরালেও আবার এসে বসে। টমের ঘুম পেতেই লাগল, মাংসের ব্লকে গা এলিয়ে।
ঠিক তখনই দরজা ঠেলে ঢুকল জিম ব্যাক্সটার। বিশালদেহী মানুষ, পেট বেরিয়ে আসে সবসময়, হাঁটতে হাঁটতে প্যান্ট সামলাতে হয়। হাতে চকচকে কসাইয়ের ছুরি। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল—
"চল, টম! বন্দুক নে, তাড়াতাড়ি! নিগ্রো ধরতে যাচ্ছি!"
টম চমকে উঠে বলল—
"সত্যি নাকি? কাকে?"
জিম বলল—
"উইল ম্যাক্সি—ওই জিঞ্জারব্রেড নিগ্রোটা। রেলওয়ের কাজ করত এককালে। আজকে ফ্রেড জ্যাকসনের মেয়ের সাথে কথায় লাগছে। এখনই ধরতে হবে।"
শুনেই টম ছুরি থেকে হাত মুছে, বন্দুকটা বগলে গুঁজে,বিশালদেহী জিমের পেছনে দৌড়াল।

রাস্তার ওপরে তখন গাড়ির সারি। ত্রিশ-চল্লিশটা মোটরগাড়ি ভরে, আরও লোক জুটছে। গন্তব্য—নদীর ধারে খোলা জায়গা, যেখানে বড় এক সুইট-গাম গাছ দাঁড়িয়ে আছে (এ গাছের রস দিয়ে আঠা হয়, কাঠ শক্ত, দক্ষিণে প্রচুর জন্মায়)। সেখানে আগেই কাঠ-ঝোপ জড়ো করে রাখা হয়েছে, দুটো ভারী লোহার চেনও।
এদিকে ডক ক্রোমারের ছেলে এসে হাজির হলো এক টব ভর্তি কাদামাটি-জল (বরফ ঠাণ্ডা রাখতে গ্রামীণ চালাকি) আর ছয় কেস কোকা-কোলা নিয়ে। গরমে সবাই সেই বোতল-ভর্তি 'ডোপ' গলাধঃকরণ করতে লাগল। কারও হাতে ঠাণ্ডা কোক, কারও হাতে ঘরে বানানো কর্ন-হুইস্কির বোতল। যেন মেলা হাট বসেছে।

লোকেরা উইল ম্যাক্সিকে হিঁচড়ে টেনে আনল। বয়স হয়েছে, মাথা নিচু করে চুপচাপ চলছিল। চাষের জমিতে ঘাস তুলে ফসল ফলাত, সৎ ছিল, ছুরি-বন্দুক নিয়ে ঘুরত না, কোকা-কোলায় পয়সা উড়াত না। তবু শ্বেতাঙ্গদের চোখে ওর অপরাধ—সে নিজের পরিশ্রমে বেশি ফসল ফলিয়ে ফেলত, আর্থিকভাবে একটু ভালো করত। তাই ঈর্ষা চেপে বসেছিল।

গাছের গায়ে চেন দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো উইলকে। কাঠ-ঝোপে পেট্রোল ঢালা হলো। চারপাশে উল্লাস, বোতলের ঠোকাঠুকি। আগুন ধরল। আগুনে যখন শরীর কালো ধোঁয়া হয়ে উঠল, তখনই শুরু হলো গুলি। টম-জিমসহ চল্লিশজন শ্বেতাঙ্গ রাইফেল-শটগান চালাল, সীসায় বিদ্ধ হলো উইলের শরীর।
ডক ক্রোমারের ছেলে এদিকে কোকা-কোলা শেষ করে ফেলেছে। ছয় কেস সব উপুড় করে বিক্রি হয়ে গেছে—দশ সেন্টে বোতল। লোকজন খুশি, টব খালি, আর লাভের টাকা ভরে উঠেছে থলেতে।

কয়েক ঘণ্টা পর টম আর জিম শহরে ফিরে এল। দোকান খোলার সময় হয়ে গেছে। শহরের লোকজন এসে দাঁড়িয়েছে শনিবার বিকালের কেনাকাটার জন্য।
একমাত্র কসাই টম মাংসের ব্লকে আবার শুয়োরের মাংস চাপিয়ে দিল, বলল—
"সব দারুণ চলছে, শুধু আমার বউ আবার জ্বরে ভুগছে।"
কেউ দুই পাউন্ড চপ চাইলে টম কেটে দিল। টাকা নিল জিম। মাংস কাটা, মাছির ভনভন, টাকাপয়সা গোনার শব্দ—সব আগের মতো। যেন কিছুই হয়নি।

chhitt.com